প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০১ ◆ ১৪ - ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

শুভবার্তা ও নবপ্রত্যাশায়

২০২৪

স্বাগতম ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

অশান্ত বিশ্বে পোপ ফ্রান্সিসের শান্তি প্রচেষ্টা

নববর্ষ, নির্বাচন, অতঃপর...

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা'র
নবম মৃত্যুবার্ষিকী

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রকাশনার গৌরবময় ৮৪ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিজ্ঞ/০২/২০২৪

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০১
১৪ - ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৩০ পৌষ - ৬ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নববর্ষ, নির্বাচন, অতঃপর ...

অনাদিকাল থেকে সৌরজগতের নিখুঁত নিয়মে প্রতিদিন সূর্যোদয় হয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পালাচক্রে মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ। নতুন একটি বর্ষে প্রবেশ করলো বিশ্ব। স্বাগত ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ। বিদায়ী বছরের ব্যর্থতাকে সরিয়ে রেখে নতুন বছরে নতুনভাবে শুরু হয়েছে পথচলা। পুরনো বছরের সংশয়, সংকট, উদ্বেগ কাটিয়ে উঠে নতুন ভাবনা নতুন আশায় নতুন করে দিনযাপনের শুরু হলো ১ জানুয়ারি থেকে। আট দশকের উর্ধ্বে ইতিহাস রচনা করে নতুন বছরের সূচনাতে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর দেশ-বিদেশের অনেক পাঠক, লেখক, স্বেচ্ছাসেবী বিতরণকারী, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। নতুন বছর সবার জীবনে শুভ হয়ে দেখা দেবে - এটাই প্রত্যাশা।

বাঙালি জীবনে গ্রেগরিয়ান বা খ্রিস্টীয় নববর্ষ পালনের স্বতঃস্ফূর্ততা আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধকে জাগ্রত করার সাথে সাথে আমাদের উৎসবমুখরতা বেশ লক্ষ্যণীয়। এ নববর্ষে পশ্চিমাদের আনন্দটা অনেক বেশি হলেও বর্তমানে পশ্চিমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙালিও মেতে ওঠে নতুন আনন্দে। বহু মানুষ এদিন অফলাইন বা অনলাইনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছোটরা প্রবীণদের বিশেষভাবে অভিভাবকদের আশীর্বাদ নেয়, ছোটরা বড়দের মঙ্গল কামনা করে এবং বন্ধুরা একজন আরেকজনকে কুশল বিনিময় করে নিজেদের মনের শুভময়তা অন্যদের সাথে সহভাগিতা করে। বছরের শুরুতে পরস্পরের শুভ কামনা করার যে ঐতিহ্য তা প্রবাহমান থাকুক বছর ও জীবন জুড়েই।

পারস্পরিক শুভ কামনা ও সহযোগিতা থাকলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ-ব্যাধি এমনকি মনুষ্য সৃষ্ট দুর্বিপাক, যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি মোকাবেলা করেও সামনে এগিয়ে চলা যায়। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব করোনার ছোবল ও বিশ্বমন্দা থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও ইউক্রেন-রাশিয়া এবং প্যালেস্টাইন-ইসরাইলের যুদ্ধের কারণে বিশ্ব প্রত্যাশিত পর্যায়ে এগিয়ে যেতে পারেনি। বাংলাদেশেও এ বৈশ্বিক সমস্যার হাওয়া লাগে; অধিকন্তু ডেঙ্গু রোগের চোখ রাঙানিতো ছিলই। এগুলোর সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের মাথা চাড়া দেবার অপচেষ্টা, কৃত্রিম সংকট তৈরি করা, রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন মেগা প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়েছে।

নতুন বছরে, নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছে বাংলাদেশ। নতুন স্বপ্ন দেখে শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির। সমৃদ্ধি অর্জন ও শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব। কিছু বড় রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ২০২৪-এর ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সুনির্দিষ্ট কিছু ইস্যুকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না আসায় সহজেই পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন দল এবার নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী হয়ে আবারো সরকার গঠন করছে। এবারের নির্বাচনে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ভোটারদের ভোটদানের সচেতনতা। যদিও যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পড়েনি তথাপি ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয়ী হওয়া একটি আশাপ্রদ দিক। শুধু দল নয় ব্যক্তির দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণেই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ক্ষমতাসীন দলের সাথে প্রতিযোগিতা করে জিতেছেন। অনেকে আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে দলের সমর্থনের বাইরে গিয়ে জিতেছেন। যারা আপন যোগ্যতা ও দক্ষতায় পবিত্র জাতীয় সংসদের সদস্য হয়েছেন তারা দেশ পরিচালনায় আশা করি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। নির্বাচনের পরে নির্বাচনী বিজয়োৎসব না করে নির্বাচিতরা যে সংযম ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য।

নতুন সরকারের কাছে বাংলাদেশ প্রত্যাশা করে– দুর্নীতিমুক্ত, জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদ ও মাদকমুক্ত সমাজ। ভয়াবহ ব্যাধি করোনা ও ডেঙ্গু থেকে নিরাপদে থাকবে দেশ। বিনাশ হবে অগণতান্ত্রিক অপশক্তি, জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অপরাজনীতি। দেশবাসী প্রত্যাশা করে, সম্প্রীতি ও সমঝোতার সংস্কৃতি রচনায় রাজনৈতিক দলগুলো হবে অগ্রসর। সরকারই উদ্যোগ নিবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করাতে। সরকার, বিরোধী দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দল সকলে মিলেই জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিবে। ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার করে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি যেন আর মাথাচাড়া দিতে না পারে। দেশের আপামর মানুষের কথা চিন্তা করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

দ্রব্যমূল্য এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে আরও এগিয়ে নিতে সবাইকে নিয়ে কাজ শুরু হোক- এটাই নববর্ষের প্রত্যাশা। দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে আইনের শাসনের ভিত হোক আরও মজবুত। বিশ্ব পর্যায়ে অবসান হোক রাশিয়া-ইউক্রেন এবং ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের। বিশ্বে বিরাজ করুক শান্তি ও কল্যাণ। এ বছর শান্তি দিবসের বার্তায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আধুনিক প্রযুক্তি 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে' ব্যবহার করে শান্তি প্রতিষ্ঠার করার যে আহ্বান রেখেছেন তাতে ইতিবাচক ভাবে সাড়া দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিকে শান্তি ও সত্যবাণী প্রচারের হাতিয়ার করে তুলি।

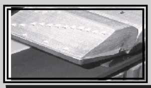

যিশু সেখান দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, তার দিকে তাকিয়ে যোহন বললেন, ওই দেখ, 'ঈশ্বরের মেষশাবক'। - যোহন ১: ৩৬

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

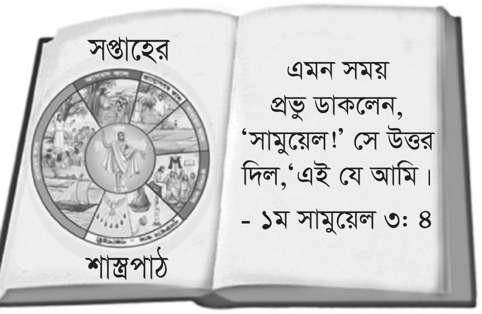

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৪ - ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৪ জানুয়ারি, রবিবার
১ সামু ৩: ৩-১০, ১৯, সাম ৪০: ১, ৩, ৬-৯, ১ করি ৬: ১৩-১৫, ১৭-২০ যোহন ১: ৩৫-৪২

১৫ জানুয়ারি, সোমবার
১ সামু ১৫: ১৬-২৩, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মার্ক ২: ১৮-২২

১৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
১ সামু ১৬: ১-১৩, সাম ৮৯: ১৯-২১, ২৬-২৭, মার্ক ২: ২৩-২৮

১৭ জানুয়ারি, বুধবার
সাধু আন্তনী, মঠাধ্যক্ষ, *স্মরণদিবস*
১ সামু ১৭: ৩২-৩৩, ৩৭, ৪০-৫১, সাম ১৪৪: ১-২, ৯-১০, মার্ক ৩: ১-৬
১৮-২৫ জানুয়ারি : খ্রিস্টমণ্ডলীর একতার জন্য বিশেষ প্রার্থনা সপ্তাহ

১৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
১ সামু ১৮: ৬-৯: ১৯: ১-৭,সাম ৫৬: ১-২, ৮-১৩, মার্ক ৩: ৭-১২

১৯ জানুয়ারি, শুক্রবার
১ সামু ২৪: ৩-২১, সাম ৫৭: ১-৩, ৫, ১০, মার্ক ৩: ১৩-১৯

২০ জানুয়ারি, শনিবার
সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর
সাধু সেবাস্টিয়ান, সাক্ষ্যমর, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
২ সামু ১: ১-৪, ১১-১২, ১৯, ২৩-২৭, সাম ৮০: ১-২, ৪-৬, মার্ক ৩: ২০-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৪ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯২৪ ফাদার লুইজি মেলেরা পিমে
+ ১৯৫৯ ফাদার আমের ডেরুসে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৫ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৫০ সিস্টার এম. ক্যাথেরিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার রেমন্ড বোয়াভে সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ ফাদার মাইকেল অতুল পালমা সিএসসি (ঢাকা)

১৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৪ ফাদার রিচার্ড নোভাক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার যোসেফ কচুবিলিকাকাম (ঢাকা)

১৭ জানুয়ারি, বুধবার
সাধু আন্তনী, মঠাধ্যক্ষ, *স্মরণদিবস*
+ ১৯৩৮ ব্রাদার ভিতাল সিএসসি
+ ১৯৮১ সিস্টার এম. ওবার্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী পলিন এসএমআরএ (ঢাকা)

১৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৬ সিস্টার এম. রুডলফ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী ম্যাগ্‌ডালিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার সিলভানো গারেল্লো এসএক্স (ঢাকা)

১৯ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লিওনার্দো স্কালেট এসএক্স (খুলনা)

২০ জানুয়ারি, শনিবার
+ ২০০৪ ফাদার কমল আই. ডি'কস্তা (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার আরতি সিসিলিয়া গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

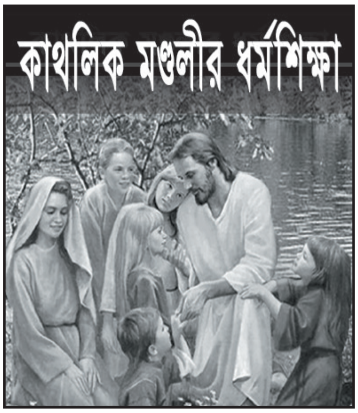

১৬৪৯: তথাপি এমন অবস্থা আছে, যখন বিভিন্ন কারণে কার্যতঃ একসঙ্গে বাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টমণ্ডলী স্বামী-স্ত্রীদের দৈহিকভাবে পৃথক থাকতে ও আলাদাভাবে বাস করতে অনুমতি প্রদান করে। এক্ষেত্রে দম্পতি ঈশ্বরের সামনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে-ই থাকে, আর, তাই তাদের নতুন কোন বিবাহ-বন্ধনের চুক্তি সম্পাদন করার স্বাধীনতা থাকে না। এই কঠিন পরিস্থিতিতে, সম্ভবপর হলে, শ্রেষ্ঠ সমাধান হল পুনর্মিলন। এরূপ পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টানরূপে এবং তাদের অবিচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের বিশ্বস্ততায় জীবনযাপন করতে, খ্রীষ্টানসমাজ তাদেরকে সাহায্য করতে আহূত।

১৬৫০: বর্তমানে অনেক দেশের অনেক কাথলিক বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়মের আশ্রয় নিচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়মে নতুন বিবাহ-বন্ধনে প্রবেশ করছে। যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন: "যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; এবং কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।" যীশু খ্রীষ্টের এই কথায় বিশ্বস্ত থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলী এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, পূর্বেকার বিবাহ সিদ্ধ থাকলে, নতুন বিবাহ সিদ্ধ বলে গণ্য করা যাবে না। তালাকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যদি রাষ্ট্রীয় নিয়মে পুনঃ বিবাহ করে তাহলে তারা এমন অবস্থায় বাস করে যা বস্তুনিষ্ঠভাবে ঐশবিধানের পরিপন্থী। ফলে, যতদিন এই অবস্থা অব্যাহত থাকে ততোদিন তারা পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারে না। একই কারণে, তারা কতিপয় মাণ্ডলিক দায়িত্ব-পালনেও অংশগ্রহণ করতে পারে না। অনুতাপ-সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্মিলন তাদেরই দেওয়া যেতে পারে, যারা সন্ধির চিহ্ন ও খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা লঙ্ঘন করার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং যারা পূর্ণ-সংযমে বসবাস করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৬৫১: যে সকল খ্রীষ্টভক্ত এই অবস্থায় বাস করে, যারা খ্রীষ্টবিশ্বাস রক্ষা করে, এবং তাদের সন্তানদের খ্রীষ্টীয় আদর্শে গড়ে তুলতে আগ্রহী, তাদের প্রতি যাজকগণ ও সমগ্র খ্রীষ্টানসমাজ যত্নশীল ও মনোযোগী হবে, যাতে তারা নিজেদের খ্রীষ্টমণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন না ভাবে, মণ্ডলীর জীবনে তারা দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং অবশ্যই করবে:
ঐশবাণী শ্রবণ করতে, মিসার যজ্ঞবলিতে যোগদান করতে, প্রার্থনায় অধ্যবসায়ী হতে, দয়ার কাজে ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের অবদান রাখতে, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে তাদের সন্তানদের গড়ে তুলতে, প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব পোষণ ও অনুশীলন করতে এবং এভাবে দিনের পর দিন ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাঞ্চা করতে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রজননের প্রতি উন্মুক্ততা

১৬৫২: "বিবাহ প্রতিষ্ঠান ও দাম্পত্য প্রেমের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজনন এবং সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা, এবং এগুলোর মাধ্যমেই বিবাহ গৌরবময় পরিচিতি লাভ করে"। সন্তানগণ হল দাম্পত্য প্রেমের সর্বোত্তম উপহার এবং তারা স্বয়ং পিতা-মাতার কল্যানে মহান অবদান রাখে। ঈশ্বর নিজেই বলেছেন:"মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়" এবং আদিতে পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন", তিনি তাদেরকে তার নিজ সৃষ্টিকাজে বিশেষ সহকর্মী করে সৃষ্টি করলেন। তিনি পুরুষ ও নারীকে এই বরে আশীর্বাদ করে বললেন:"ফলবান হও বংশবৃদ্ধি কর"। সুতরাং বিবাহের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার না করে বলতে হয় যে, প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ গোটা পারিবারিক জীবনের কাঠামো, সৃষ্টিকর্তা ও ত্রাণকর্তার ভালোবাসার সঙ্গে সাহসের সহিত সহযোগিতা করার জন্য দম্পতিগণ নির্দেশপ্রাপ্ত, কেননা তাদের মধ্যদিয়েই তিনি প্রতিনিয়ত মানব পরিবারের বিস্তার ও সমৃদ্ধি দান করবেন।

প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুসের সাথে কিছু স্মৃতি কথা

ফাদার আলবাট রোজারিও

৩ জানুয়ারি, বুধবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার নবম মৃত্যুবার্ষিকী। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারির এই দিনে ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় বনানী পবিত্র আত্মার সেমিনারীতে। তিনি তখন মাত্র রোম থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে দ্বিতীয় কিস্তিতে বনানী সেমিনারীর পরিচালক রূপে এসেছেন। এর আগে প্রয়াত ফাদার লের্নাডের যাজক অভিষেক বার্ষিকীতে তাঁকে দেখেছি। কিন্তু কথা বলার সাহস বা সুযোগ হয়নি। আমি তখন বনানী সেমিনারীতে দ্বিতীয় বর্ষের সেমিনারীয়ান। সে সময় বড় ছুটির সময় আমরা সেমিনারীয়ানগণ পালা করে সেমিনারীর বিভিন্ন কাজে সহায়তা দিতাম। সেভাবে ছুটিতে বাড়ী থেকে আমিও এসেছি সেমিনারীর কাজে সাহায্য করতে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই বড় ভাই রমেন বৈরাগী (বর্তমানে খুলনার বিশপ) আমার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত করলেন। এ সঙ্গে পরিচালক ফাদার পৌলিনুসের রোম থেকে সেমিনারীতে আগমন বার্তাও জানিয়ে দিলেন এবং একটু সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করতে বললেন। দিনটি ছিল রবিবার। রবিবার দিন বনানী সেমিনারী সকালে একটি এবং বিকালে দু'টি মিসা হয়। মিসার সব কিছু ঠিক আছে কি না আমারই দেখার কথা। কিন্তু বিকালের মিসার সময় ঘটে গেল ব্যত্যয়। দুপুরের খাবারের পর ঘুমাতে গেলাম। কিন্তু আর সজাগ হতে পারলাম না। বিকেল চারটার মিসা পরিচালক ফাদার পৌলিনুস দিতে গিয়ে দেখেন কিছুই ঠিক নাই। আমিতো ঘুমে বিভোর। বিষয়টি যখন বড় ভাই রমেন জানতে পারলেন দৌড়ে গিয়ে কোন রকমে সব কিছু ঠিক করে দিলেন। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি মিসা শেষ। আমি ভয়ে ভয়ে রাতে খাবার আগে পরিচালকের কাছে ক্ষমা চাইলাম। পরিচালক পৌলিনুস মুচকি হেসে আমাকে শুধু বললেন, ফাদার হওয়ার আগেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ফাদার হওয়ার পর কি হবে? তিনি অবশ্য আমার সাথে কোন রাগ না করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিলেন।

পরিচালক ফাদার পৌলিনুস সেমিনারীয়ানদের খুব ভালবাসতেন। সেমিনারীয়ানদের খাবারের অনেক যত্ন নিতেন। নিজে বাজারে গিয়ে বড় বড় মাছ ও প্রচুর ফল কিনে এনে আমাদেরকে খাওয়াতেন। তিনি আমাদেরকে বলতেন পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবে এবং মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করবে যেন ভবিষ্যতে যাজক হয়ে প্রচুর শক্তি নিয়ে কাজ করতে পার। আমি জানি এই সময় তোমাদের অনেক পুষ্টি দরকার। আমরা সেমিনারীয়ানগণ তাঁকে প্রচুর ভয় পেতাম। কারণ তিনি রেগে গেলে ভয়ংকর রূপ ধারণ করতেন। যেমন অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা বলি। তখন প্রয়াত হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন মারাও গেছেন। চারিদিকে প্রচুর উত্তেজনা। পরিচালক অসুস্থ। সবাই টেলিভিশনে খবর দেখতে চাইছে। কিন্তু অসুস্থ থাকায় কেউই পরিচালকের অনুমতি আনতে সাহস পাচ্ছে না। আমি তখন টিভি অন করে দিলাম। পরিচালক যখন টিভি'র শব্দ শুনতে পেলেন দৌড়ে নীচে নেমে আসলেন। আমার সাথে প্রচুর রাগ করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন– এসব কিছু মনে রাখবে না। আমি চাই তোমরা নিয়ম-নীতি মেনে চল। তাতে ভবিষ্যতে তোমাদের কাজে লাগবে। ডিসিপ্লিনটা আমাদের যাজকীয় জীবনে খুবই দরকার।

আর্চবিশপ হিসাবে তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর সময় পেয়েছিলেন তাঁর আর্চবিশপীয় সেবা দানে। কিন্তু খুব কাছে থেকেই দেখেছি কত দক্ষভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আর্চবিশপ হিসাবে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর পূর্বসূরি প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র ধারাবাহিকতা ধরে রাখার। আর্চবিশপ পৌলিনুস তখন সিলেট অঞ্চল নিয়ে খুব ভাবতেন। শায়েস্তাগঞ্জ ও কোমলগঞ্জে তিনিই বিশাল জায়গা দু'টি ক্রয় করেছিলেন। তাঁর সময়েই এবং তাঁর প্রচেষ্টায় সিলেট নতুন ধর্মপ্রদেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। আর্চবিশপ পৌলিনুসের খুবই ইচ্ছা ছিল আর্চবিশপস্ হাউজের পুরাতন ভবনটি ভেঙ্গে ফেলে আধুনিক শিল্প শৈলীতে নতুন একটি ভবন তৈরী করার। এজন্য সরকার থেকে অনুমতি পাওয়ার জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, অর্থ যোগার করেছেন। কিন্তু সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় তা আর সম্ভব হয় নি। আমরা যারা তাঁর কাছে ছিলাম বুঝতে পেরেছি এ জন্যে তিনি মনে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর অন্তিম আর একটি ইচ্ছা ছিল ধরেণ্ডা-কমলাপুরের দশ বিঘা সম্পত্তির উপর একটি আন্তর্জাতিক মানের পালকীয় কেন্দ্র গড়ে তোলা। কিন্তু তাঁর সময় শেষ হয়ে আসায় সে কাজটিও তিনি করে যেতে পারেন নি।

আর্চবিশপ পৌলিনুস সব সময় চিন্তা করতেন কিভাবে নতুন নতুন স্থাপনা গড়ে তোলা যায়। বটমলী হোমে মেয়েদের যে বিশাল থাকার দালান সেটি নির্মাণ কাজের প্রক্রিয়া তাঁর সময়েই শুরু হয়েছিল। নাগরী নতুন গির্জা, ভাদুন নতুন গির্জা তাঁরই অবদান।

আর্চবিশপ পৌলিনুসের ধর্মপ্রদেশীয় চেতনাটা ছিল প্রবল। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশকে কিভাবে আরো বেশি করে সাজানো যায়, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন করা যায় এ চিন্তাটা তাঁর মধ্যে সব সময়ই ছিল। তিনি ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের উৎকর্ষতা সাধনে চেষ্টা করে গেছেন। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের কাজটি তাঁর সময়েই শুরু হয়। এবং এ ব্যাপারে তাঁর প্রচুর আগ্রহ ও অবদান ছিল। তিনি দক্ষ পুরোহিতদের নিয়ে এজন্য বিভিন্ন কমিটি করে দিয়েছিলেন এবং সব সময় তাদের কাজে গতি আনার জন্য নির্দেশনা দিতেন। যার ফলশ্রুতিতে সেকাজটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

তিনি যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর নিজের পুরোহিতদের সুরক্ষা দিতেন। আমার এখনো মনে আছে– আমার একটা ভুল কথার জন্যে আমাকে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছিল। আমার পুরোহিত জীবন যায় যায় অবস্থা। তখন তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমার পাশে না থাকলে আমি হয়তো এখন আর পুরোহিত থাকতে পারতাম না। এভাবে তিনি তাঁর পুরোহিতদের রক্ষা করছেন, যত্ন নিয়েছেন। কোন পুরোহিত অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসা দানে তাঁর তৎপরতা ছিল। কোন পুরোহিত বিদেশে যাওয়ার হলে বা বিদেশ থেকে আসলে তিনি নিজে ত্যাগস্বীকার করে সেই পুরোহিতের জন্য নিজের গাড়ীটি ছেড়ে দিতেন।

আর্চবিশপ পৌলিনুস তাঁর অবসর জীবন কাটিয়েছেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে। আমি তখন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত। আর্চবিশপ পৌলিনুস ছিলেন আমার রেক্টর, আমাদের আর্চবিশপ। তাই আমরা তেজগাঁয়ের ফাদারগণ তাঁর অনেক যত্ন নিতাম। তিনিও তাঁর অবসর জীবন উপভোগ করতেন। আমি নিজ চোখে তাঁর মৃত্যু দৃশ্য অবলোকন করেছি। তাঁর মৃত্যুটা ছিল খুবই দুঃখজনক। তাঁর এভাবে মারা যাওয়ার কথা ছিল না। হয়তো আমাদের কিছুটা অসতর্কতা ছিল। সেদিন সকালে মিসা দেওয়ার পর আমরা সবাই সকালের নাস্তা খাওয়ার জন্য খাবার ঘরে। সামান্য কিছুটা অসুস্থ থাকার কারণে তিনি গির্জায় যাননি। আমাদের সাথে সাকালের নাস্তা খেতে আসলেন। টেবিলে গরীবের ডাক্তার বার্ণাডও ছিলেন। আমি দেখতে পেলাম আর্চবিশপ ঠিক মত কফির কাপটা ধরতে পারছেন না। তাঁর হাত কাঁপছে। আমি আর্চবিশপকে বললাম, আপনার অবস্থাতো ভালো মনে হচ্ছে না। আপনাকে কি আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব? তিনি বললেন, প্রয়োজন নেই। ঘরে গিয়ে একটি টেবলেট খেয়ে বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমরা কেউ-ই আর কিছু বললাম না। দুপুরে খেতে না আসায় আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি কথা বলতে পারছেন না। কাঁপছেন। আমরা তাড়াতাড়ি এম সি সিস্টারদের ডাকলাম। সিস্টারগণ তাঁর সুগার মেপে দেখেলেন সুগার নিল। আমরা তখন তাড়াতাড়ি তাঁকে বারডেম হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁকে আর বাঁচানো গেল না। এভাবেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

তাঁর এই নবম মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করি– ঈশ্বর তাঁর ভক্তকে চির শান্তির বিশ্রাম দান করুন। তাঁর যে অপূর্ণ স্বপ্নগুলো রয়ে গেছে– আমরা যেন তা পূর্ণ করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করি॥

প্রভুই আমার শক্তি

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

চারিদিক নিরবতার চাদড়ে মোড়ানো। টিমটিমে সলতে নিবু নিবু আগুন। কিন্তু বাঁশঝাড়ে ঝিঝিপোকার শব্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, অভাব অনটনের সময়। এমনই সমস্যা সংকট পরিস্থিতিতে বাবা যোসেফ গেদা কস্তা ও মা ভির্জিনিয়া রিবেরু এর কোল আলো করে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা জন্মগ্রহণ করেন। ছয় ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তাঁর অবস্থান চতুর্থ। সবাই আদর করে, ভালোবেসে 'পলি' বলেই ডাকত। কৃষক পরিবারে জন্ম, পিতামাতার আদর্শ, প্রার্থনার জীবন, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা আর্চবিশপ পৌলিনুসকে যাজকীয় জীবনে এগিয়ে আসতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যুগিয়েছে। তিনি ছোটবেলা থেকেই সহজ-সরল ও সাদা মাটা জীবন যাপন করতেন। অন্তরে অদম্য ইচ্ছা পোষণ করতেন যাজক হবার জন্য। তার প্রার্থনা, একাগ্রতা, অদম্য ইচ্ছা, পিতামাতার অনুপ্রেরণা স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সহায়তা করেছে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন।

সাধু পল বলেন "তোমরা তো পরমেশ্বরের মনোনীতজন, তার পুণ্যজন, তিনি তোমাদের ভালোবাসেন। তাই তোমরা দয়া-মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোল" (*কলসীয় ৩:১২*)। আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা'ও নিজেকে একজন যাজক হিসেবে এবং একজন উত্তম মেষপালক হিসেবে নিজেকে সেভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত সহজ সরল কথাবার্তায়, সবার সাথে মিশুক আচরণে। তিনি সত্য বলতে কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না। এজন্য তিনি কারো কারো কাছে হয়তো কঠোর প্রকৃতির, রাগী মানুষ ছিলেন কিন্তু তার ভেতরটা ছিল নরম কোমল। তার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অথবা তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেকের মুখে শুনেছি নারিকেলের উদাহরণ। নারিকেলের উপরটা শক্ত কিন্তু ভিতরটা নরম, কোমল পানীয় জলে পরিপূর্ণ। তার সঙ্গে একান্তে কথা বলে কিংবা সান্নিধ্যে এসে অনেকের এই উপলব্ধি এসেছে। প্রভুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে, প্রভুর শক্তি নিয়ে মণ্ডলীকে শক্ত হাতে পরিচালনা দিয়েছেন। শক্ত ও শক্তির সাথে তার একটা সখ্যতা ছিল।

বাহ্যিক সৌন্দর্য আর্চবিশপ পৌলিনুসের কাছে কখনোই মূখ্য ছিল না কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্যে তিনি বিমোহিত হতেন। তিনি ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর অর্থাৎ বাংলাদেশ মণ্ডলী পরিচালনার হাতিয়ার তৈরির একজন দক্ষ প্রশিক্ষক। প্রত্যেকের অন্তরে একটি শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে। অনেক সম্ভাবনা নিয়ে কিন্তু সুপ্ত অবস্থায়। তিনি সেই ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে দিতেন এবং জীবনের সঠিক লক্ষ্য পথে যেন এগিয়ে চলতে পারে সেই পথ দেখাতেন। এজন্য এই কথাগুলো তার জীবনের সাথে অনেকাংশে সঙ্গতিপূর্ণ। "তোমাদের সৌন্দর্য যেন চুল বাঁধার কায়দা, সোনার গয়না আর সাজপোশাকের জৌলুস, অর্থাৎ, একটা বাহ্যিক প্রসাধনেরই ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায়, বরং তোমাদের হৃদয়ের সেই অন্তর মানুষটি, তার সেই শান্ত কোমল স্বভাবের অক্ষয় সৌন্দর্যই হোক তোমাদের সৌন্দর্য। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাই তো মহামূল্যবান" (*১ম পিতর ৩:৩-৪*)।

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা একজন ধার্মিক, প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন। ঈশ্বরের উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সর্বক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পালন করার শিক্ষা দিয়েছেন। যিশু বলেন, "আমি আমার মেষদের জানি। যারা আমার পালের মেষ তারা আমার কণ্ঠস্বর চিনে। আমি প্রকৃত মেষপালক। প্রকৃত মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়। যে বেতনভোগী, যে নিজে মেষপালক নয়, মেষগুলি যার আপন নয়, নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলেই, সে মেষদের রেখে পালিয়ে যায়" (*যোহন ১০: ১-১১*)। তিনি শাসন করতেন, রাগ করতেন কিন্তু কাউকে তাড়িয়ে দিতেন না। কারণ সবাই তার পালের মেষ। তিনি জানেন কার কি প্রয়োজন। তার কাছে অনেকে আসতে চাইতো না কারণ অনেকে মনে করতেন তিনি বোধহয় রাগ করবেন কিংবা কঠিন কথা বলবেন। আমি তখন রমনা সেমিনারীতে ডিগ্রী পড়ি। আর্চবিশপ আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন কিন্তু আমি যাইনি। অবাধ্য হয়েছিলাম। কারণ আমিও মনে করেছিলাম উনি খুব শক্ত প্রকৃতির মানুষ। পরে তিনি আমার সিস্টার দিদিকে একদিন বলেছিলেন, তুষারকে আসতে বলি, ও তো আসে না। ও আসলে আমি কি তাকে কামড় দিব। অর্থাৎ যে যত বেশি শক্ত প্রকৃতির তার হৃদয়টা ততটাই নরম হয়। তার মধ্যে আমি একটা শিশু সুলভ সরলতা দেখেছি।

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা'র বিশপীয় মূলমন্ত্র ছিল "প্রভুই আমার শক্তি"। তিনি প্রভুতে বিশ্বাস করে, আত্মসমর্পণ করে শক্তি পেয়েছেন। আর সেই শক্তিটা কাজে লাগিয়ে বিচক্ষণতার সাথে শান্তি স্থাপনের ও ঐশ রাজ্য প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করেছেন। অষ্টকল্যাণ বাণীর মতো- 'ধন্য তারা শান্তি স্থাপন করে যারা'। 'আমায় তোমার শান্তির দূত করো' অশান্ত এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের নিমিত্তে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভুর শক্তিকে কাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি পক্ষপাতিত্ব করতেন না। একবার তিনি আমাকে আলাপ প্রসঙ্গে বলছিলেন তিনি কেন বাড়ীতে কম যেতেন। কারণ তিনি বাড়ীতে গেলে আশেপাশের অনেকে এসে অনেক কিছু চাইত এবং প্রয়োজনের কথা বলত। তিনি সবাইকে খুশি করতে পারবেন না। এতে শান্তি নষ্ট হবে। তাই তিনি বাড়ীতে যেতেন না এবং কোন কিছু নিয়েও যেতেন না। আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার' পেয়েছিলেন।

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা'র ঘটনাবহুল জীবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘ প্রায় ১৯ বছর বনানী জাতীয় উচ্চ সেমিনারীতে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেমিনারী গোড়াপত্তন থেকেই তিনি সেমিনারীর পরিচালক হিসেবে দক্ষতার সহিত সেমিনারীয়ানদের গঠন দিয়েছেন। তিনি জলছত্র, মরিয়ম নগর, মুগাই পাড়, রমনা ক্যাথিড্রালের পাল-পুরোহিত ও সাধু যোসেফের সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেলের দায়িত্বও পালন করেন। আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট মোট সাড়ে নয় বছর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ঐশ জনগণের অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন, সহভাগিতা এবং খ্রিস্টের বাণী যেন ঘরে ঘরে পৌঁছায় সেজন্য তিনটি ভিকারিয়া বা ধর্মাঞ্চলে ভাগ করেন। ২০০৫ থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় বছর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সেবা কাজকে গতিশীল ও তরান্বিত করতে সমগ্র কার্যক্রমকে ১৫টি কমিশনে বিভক্ত করে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্থাপনা তৈরী, গির্জিকা নির্মাণ, যাজক ভবন তৈরী ও মেরামতের কাজ সম্পাদন করেন।

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ২২ অক্টোবর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের দিনগুলি তিনি তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণীর ধর্মপল্লীতে অতিবাহিত করেন। এই মহান মানুষটি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নেন। বাংলাদেশ মণ্ডলী তাঁর সেবাদায়িত্ব, পালকীয় যত্ন, সুদক্ষ পরিচালনা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সেমিনারীয়ানদের গঠন, আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব সব সময় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তাঁর যাপিত জীবনে ধর্মপল্লীর একজন সাধারণ যাজক, ধর্মপ্রদেশের একজন বিশপ এবং মহাধর্মপ্রদেশের একজন আর্চবিশপ হিসেবে আমৃত্যু ছিলেন ভালবাসার মানুষ। তাঁর জীবনাদর্শ, নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা ও আধ্যাত্মিকতায় তিনি ছিলেন একজন পালক ও সাধক। নমস্য হে মহান, উত্তম মেষপালক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ফাদার জ্যোতি এফ. কস্তা, '*বাংলাদেশের প্রয়াত ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ-যাজকবর্গ*'।

নয়ন যোসেফ গমেজ, সিএসসি, '*নিবেদিত পালক ও সাধক আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা*'।

অশান্ত বিশ্বে পোপ ফ্রান্সিসের শান্তি প্রচেষ্টা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

কার্ডিনাল হোসে মারিও বেরগ্লোলিও ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের উত্তরসূরী হয়ে কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু হিসেবে নাম গ্রহণ করেন পোপ ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস নাম গ্রহণ করা থেকেই অনেকে মনে করতে থাকেন তিনি আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সহজ-সরল জীবন যাপন করবেন, দরিদ্র ও প্রান্তিকজনদের বন্ধু হবেন এবং শান্তি স্থাপনে বিশেষ মনোযোগী হবেন। একজন জেজুইট হিসেবে যিশুসঙ্গীদের আধ্যাত্মিকতা-বুদ্ধিমত্তায় স্থিত এবং ফ্রান্সিসকান নিঃস্বতায় ও দরিদ্রদের সহচর পোপ ফ্রান্সিস শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর পোপীয় শাসনামলের ১ম দিন থেকেই। তাঁর পূর্বসূরী অন্যান্য পোপদের অনুসরণ করে পোপ ফ্রান্সিসও তাঁর সেবাময় নেতৃত্বের অন্যতম একটি প্রধান শান্তি প্রতিষ্ঠাকে বেছে নিয়েছেন। কেননা একাজে যে স্বয়ং প্রভুই তাঁকে ও আমাদের সবাইকে আহ্বান করেছেন - আমি তোমাদের শান্তি দিতে এসেছি। এ শান্তি অন্যদের দান করো।

পুনরুত্থিত যিশুর দেওয়া বিশিষ্ট ‘উপহার: তোমাদের শান্তি হোক শান্তি’, ছোট বেলা থেকেই হোসে মারিওর আকাঙ্খিত ছিল। তাই নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যখন সামান্য জাগতিক বিষয় নিয়ে রাগারাগি, ঝগড়া-ঝাটি হতো তখন তিনি খুব কষ্ট পেতেন এবং নিজের মনেই প্রশ্ন করতেন; কেন এরা এতো অশান্তি করছে। পরবর্তী সময়ে লাতিন আমেরিকা এবং নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠলে তিনি শঙ্কিত হন। কিন্তু বুয়েস আয়ার্সের কার্ডিনাল হিসেবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন নিজ স্থানে ও অন্যদের মাঝে শান্তিময় অবস্থা রাখতে। ছোটবেলায় অশান্তির বিভিন্নমুখী কষ্টকর ও কদর্য রূপ দেখেই তিনি শান্তির স্বপক্ষে তাঁর অবস্থান দৃঢ় করেন এবং সকলকে নিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে চান।

শান্তি সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিস সুনির্দিষ্ট কোন সর্বজনীন বা পালকীয় পত্র লেখেননি। তবে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি শান্ত দিবস উপলক্ষে বাণী দান এবং ‘ফ্রাতেল্লি তুত্তি বা ভ্রাতৃ সকল’ সর্বজননীন পত্রের ৭ অধ্যায়ে শান্তি বিষয়ে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। শান্তি আধ্যাত্মিকতার ন্যায় যা দিয়ে হৃদয়মন পূর্ণ করতে হয়। অন্তরের শান্তি পরিবেশের সাথে, গণমঙ্গলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সঙ্গতকারণে সকলকে নিয়েই পোপ ফ্রান্সিস ৩টি ধারাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রথমত: বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে পালকীয় সফর: ২০১৩-২০২৩ খ্রিস্টাব্দের পোপীয় সেবাদায়িত্বে রত পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের ৪০ এর অধিক দেশে সফরে গিয়ে প্রত্যেকটিতেই দেশীয় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। সফরের পূর্বে তেমন দেশগুলোই বেছে নেন যেখানে কোন সমস্যা বিদ্যমান। যেমন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাপান সফর করে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। মৃতদের আত্মার জন্য প্রার্থনা করেন। শান্তিপ্রিয় জাপানীরা পোপের এই মনোভাবকে প্রশংসা করেন এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই ধরণের আচরণ আরো বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। আফ্রিকার দেশ বানগুই এ মুসলিম-খ্রিস্টান দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরমে ওঠে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। ঐ দেশের সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হতে পোপ সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন আগেই। কিন্তু নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা তাঁকে সেখানে সফরে যেতে নিরুৎসাহিত করতে থাকলেও তিনি সেখানে যাবার সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁর সফরে সেখানে যুদ্ধবিরতি ঘটে। তিনি মুসলিম-খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের নিয়ে একসাথে সংলাপ করেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে তালপত্র রবিবারে মিশরে ১টি ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠী কপটিক খ্রিস্টানদের গির্জা ঘরে বোমা আক্রমণ করে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ঐ সময়েই এপ্রিল মাসে পোপ ফ্রান্সিস অর্থডক্স পোপ ২য় তাবব্রোদস ও সুন্নী মুসলিমদের প্রধান আল-আজহার মসজিদের গ্রাণ্ড ইমাম শেখ আহমেদ আল তায়েবকে নিয়ে একসাথে আবির্ভূত হন এবং ভ্রাতৃত্বের উষ্ণ আলিঙ্গণে আবদ্ধ হন। বৈরি পরিস্থিতিতেও তা গ্রহণীয় হয় এবং মিশরে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়। একই বছরের শেষের দিকে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সফর করে তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রক্ষা করতে সকলকে আহ্বান রাখেন এবং মানবতায় যথার্থ সাড়া দিয়ে শান্তিময় পরিবেশ গড়ার কাজে বাংলাদেশের অবস্থানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য ও অশান্ত আফ্রিকা সফর করেও তিনি শান্তির বার্তা দিচ্ছেন ও সদিচ্ছা সম্পন্ন সকলকে এগিয়ে আসতে বলছেন শান্তির জন্য কাজ করতে।

দ্বিতীয়ত: কূটনৈতিক সফর ও সাক্ষাৎ:- পোপ মহোদয় ভাটিকান রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবেও বিভিন্ন দেশের সাথে নিজে ও তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে নিবিড় যোগাযোগ রাখেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে কলম্বিয়াতে কূটনৈতিক সফরে গিয়ে বিগত পাঁচদশক ধরে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত ও ক্ষত-বিক্ষত সেখানকার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির সাথে আলাদাভাবে কথা বলেন। খ্রিস্টীয় গুণ ‘ক্ষমা’র উপর বিশেষ জোর দেন এবং পুনর্মিলিত করার পথ উন্মুক্ত করেন। একইভাবে তিনি কিউবাতে সফল কূটনৈতিক সফর চালিয়ে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস দক্ষিণ-সুদানের প্রতিপক্ষীয় খ্রিস্টান-মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের ভাটিকানে একদিনের নির্জনধ্যানে আমন্ত্রণ জানান। কূটনৈতিক পন্থায় যখন শান্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না তখন পোপ ফ্রান্সিস ঝগড়াকারী নেতাদের কাছে নেমে আসেন, তাদের জুতো চুম্বন করেন এবং যতক্ষণ শান্তির পথে কোন সমাধান না আসছে ততক্ষণ সংলাপ চালিয়ে যাবার অনুরোধ করেন। এমনিভাবে কূটনীতিকে অতিক্রম করেও তিনি শান্তির অন্বেষায় ছুটেছেন। তাইতো কূটনৈতিক প্রটোকল ভেঙ্গে তিনি রোমে রাশিয়ার দূতাবাসে গিয়ে ইউক্রেনে সহিংসতা বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলে যুদ্ধ বন্ধ করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আরো তৎপর হতে বলেন।

তৃতীয়ত: শান্তি প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প: শান্তি একটি ফলাফল যা একটি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে আসে। পোপ মহোদয় ভাটিকান ও স্থানীয় মণ্ডলীর সহায়তায় শান্তির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলেন।

উপরোক্ত কর্ম প্রচেষ্টা ছাড়াও পোপ মহোদয় শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন এবং সকলকে সে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে বলেন। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, আমাদের প্রার্থনা শুনে বিশ্ব শান্তিরাজ জগতে শান্তি স্থাপনে আরো অনেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবেন। গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস ইসরাইয়েলী ও প্যালেস্টানী দলের সাথে সাথে আলাদা আলাদা মিটিং করার পরে সকলকে বলেন, এসো আমরা সকলে পূণ্যভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনায় মনোনিবেশ করি। সব সময়ই তাঁর প্রার্থনায় প্রধান একটি দিক থাকে বিশ্বের শান্তি। তাইতো বড়দিনের আনন্দোৎসবের দিনেও শান্তির জন্য আবেদন করেছেন সাধু পিতরের চত্বরে উপস্থিত ৭০ হাজার তীর্থযাত্রীর সাথে সকল বিশ্ববাসীর কাছে। পোপ ফ্রান্সিস এ বছরের বিশ্ব শান্তি দিবসের বার্তায় বিশ্ব শান্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের স্তরে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি গ্রহণ করতে আহ্বান রাখেন যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নতুন প্রযুক্তিগুলিকে সর্বদা ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তি ও জনকল্যাণ অন্বেষণে নির্দেশিত হতে হবে। তাই এই প্রযুক্তি নির্ভর সময়ে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি, যেন ব্যবহারকৃত এই প্রযুক্তি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোন রকম সহিংসতা এবং বৈষম্য সৃষ্টি না করে। বরং প্রযুক্তিগুলো যেন মানবতার সেবা এবং আমাদের সবার সার্বিক মঙ্গল সাধন করার প্রয়াস লাভ করতে পারে॥

স্বাগতম ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বিশ্ববাসী আমরা ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষে পদার্পণ করেছি। ঘটনাবহুল ২০২৩ কে পিছনে ফেলে নতুন প্রত্যাশায় বুক বেঁধে অনেক স্বপ্ন সামনে রেখে এগিয়ে এসেছি সকলেই। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য বিগত বৎসরটি সাফল্য এবং ব্যর্থতার মিশেল ব্যঞ্জনে মুখর ছিল। অনেকে আমরা চড়াই-উতরাই বন্ধুর পথ পেরিয়ে আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছি। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছি। আমাদের অনেকের প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি আমাদের জীবনে যোগ করেছে নতুনমাত্রা। কারও কারও পরীক্ষায় সাফল্য, নতুন চাকুরি, বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ, আকাঙ্খিত সন্তানলাভ, বিদেশযাত্রা, নতুন জমি, বাড়ি ইত্যাদি অর্জনে এবং অন্যান্য প্রাপ্তিযোগে পরিতৃপ্ত হয়েছি। আত্মীয়-স্বজনের উষ্ণ সান্নিধ্যে রঙিন হয়েছি!

অন্যদিকে আমরা অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা ও হারানোর বেদনায় মুহ্যমান হয়েছি। যা স্মরণ করে এখন বিগত সময়কে ভুলে যেতে চাইছি। প্রিয়জনের বিরহ যাতনায় এখনও নীরবে অশ্রুসিক্ত হয়ে চলেছি। তখন মনে হয়, বিগত বছরটি আমাদের জীবনে না আসলে ভালোই হতো! আমাদের যাদের সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার পাল্লা ভারী, তারা অর্জিত সাফল্যের আলো দিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি মুছে দিতে চাইছি এবং এমনটি চাইছি যেন এই নতুন বৎসর বিগত বৎসরের মত না হয়। আমরা সকলেই চাইছি, কোন বিরহ, ব্যর্থতা আর নয়।

এ তো গেল ব্যক্তিগত ভাবনা। আমাদের সামাজিক, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় বিগত ২০২৩ বছরটি কেমন ছিল, তাও আমাদের ব্যতিব্যস্ত করছে এখন।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ২০২৪ এর সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ঘিরে সারা বছরই উত্তাপ-উত্তেজনা ছিল। যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশের সংগঠন এবং প্রতিনিধিরা দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করেছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৬৩টি রাজনৈতিক দল। অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং পরাশক্তির প্রশ্নে বিশ্ব যেমন বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে তার প্রভাব থেকে বাংলাদেশ মুক্ত থাকতে পারেনি। বিগত বছরে তাই দেখা গিয়েছে বাংলাদেশকে নিয়ে নাটকের মহড়া। আসন্ন নির্বাচনকে নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি চীন এবং ভারতও বসে নেই। উত্তর কোরিয়া ও ইরানও নড়ে চড়ে বসেছে। গত বছরের ২৪ মে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ঘোষণা দেন, বাংলাদেশের জন্য ভিসা-নীতি প্রয়োগ করতে যাচ্ছে আমেরিকা। যারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাঁধা দেবে বা এই কাজে সহযোগিতা করবে তাদের ভিসা দেবে না আমেরিকা। এই ভিসা-নীতিতে দেশের বর্তমান-সাবেক-সরকারি-বিরোধীদলীয় যে কেউ পড়তে পারেন। পাশাপাশি থাকবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, বিচার বিভাগের সদস্যরা।

আগের শিক্ষাক্রমের (২০১২ খ্রিস্টাব্দের) প্রায় ১০ বছর পর বিদায়ী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তিনটি শ্রেণিতে শুরু হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম। কিন্তু রূপান্তরিত এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন করা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির দুটি বই শিক্ষাবর্ষ শুরুর এক মাসের বেশি সময় পর আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বিগত বছরের নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা চলছেই।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফিরে তাকালে বাংলাদেশের ক্রিকেটের আরও অনেক অর্জনের পরও ক্রিকেট বিশ্বকাপে শোচনীয় ব্যর্থতাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

বিগত ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ডেঙ্গু শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায় আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এই হিসেবে বিগত ২৩ বছরে দেশে ডেঙ্গুতে মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ৮৬৮ জন। কিন্তু ২০২৩ এর ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৬৯৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই দেশে ডলারের সংকট ছিল তীব্র। আর বছর শেষ হয়েছে চলমান ডলার সংকট নিয়েই। ব্যবসায়ী, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও চিকিৎসাপ্রার্থী অনেককেই ডলারের জন্য হাহাকার করতে দেখা গেছে। বছর জুড়ে খোলা বাজারেও ছিল ডলার সংকট। কোথাও ডলার পাওয়া গেলেও নগদে তা কিনতে গ্রাহকদের গুনতে হয়েছে বাড়তি দাম। খোলাবাজারে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে ডলারের দর ওঠে ১২৮ টাকায়। ডলার সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে আমদানি। যার প্রভাব পড়েছে সবকিছুর ওপর। সমস্যা সমাধানে একাধিক পদেক্ষপ নেয়া হলেও তা খুব বেশি কাজে আসেনি।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পূর্ণ হয়। ইতোমধ্যে যুদ্ধের খবর কিছুটা পুরনো হয়ে যাওয়ার পর বড় আলোচনা সৃষ্টি হয় জুন মাসে রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করা ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীর বিদ্রোহের ঘটনায়। আগের বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ইউক্রেন যুদ্ধ সবচেয়ে বড় প্রভাব সৃষ্টি করেছে বিশ্বের অর্থনীতিতে। বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে সাথে প্রায় বেশিরভাগ দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় বাড়তি চাপের। পশ্চিমা মিত্ররা একসময় ইউক্রেনকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে আসছিল, গতবছর তারাও ইউক্রেনের যুদ্ধে জয়ের বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। এদিকে আবার ধুঁকতে থাকা ইউক্রেন যুদ্ধ যেন আরেকটি বড় ধাক্কা খায় হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। নতুন এ যুদ্ধ সবার মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। ইউক্রেন যুদ্ধ এখনো চলছে, আরও কতদিন চলবে বা কীভাবে শেষ হবে তা এখনো অনিশ্চিত।

ভূমিকম্প

বিগত বছরে বাংলাদেশ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে কয়েকবার। বার্মিজ প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের পরস্পরমুখী গতির কারণেই এ ধরণের ভূমিকম্প হচ্ছে। এই দুটি প্লেটের সংযোগস্থলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি জমে রয়েছে যেগুলো বের হয়ে আসার পথ খুঁজছে। আর সে কারণেই ঘন ঘন এমন ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে। গত বছর বেশ কয়েক বার ছোট থেকে মাঝারি আকারের যে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় প্রতিটিরই উৎপত্তিস্থল ছিল দেশের সীমানার ভেতর বা আশেপাশে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করছেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বড় ধরণের ভূমিকম্পের শিকার হতে পারে।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বের অন্যান্য দেশে সংঘটিত বেশ কিছু ভূমিকম্পের ঘটনা উঠে এসেছে সংবাদ শিরোনামে। এর মাঝে সবচেয়ে আলোচিত তুরস্ক-সিরিয়া এবং মরক্কোর ভূমিকম্পের ঘটনা। ৬ ফেব্রুয়ারি সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তের কাছে প্রায় ১০০ কিলোমিটার ধরে ৭.৮ রিখটার স্কেল মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। তুরস্ক ও সিরিয়া মিলে মৃত্যু হয় ৫০ হাজার এর বেশি মানুষের, গৃহহীন হয় লাখো মানুষ। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকটি আফটারশক চলতে থাকে, যার মধ্যে দুটির মাত্রা ছিল ৬.৮ ও ৫.৮। আর মরক্কোতে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প

আঘাত হানে ৮ সেপ্টেম্বর রাতে। মৃত্যু হয় প্রায় ৩০০০ মানুষের। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ মেদিনার বিভিন্ন অংশ এবং অন্যতম ঐতিহাসিক পর্যটন আকর্ষণ কুতুবিয়া মসজিদের মিনারও। এর প্রায় একমাস পরে সাতই অক্টোবর আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে ৬.৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত করে, যাতে দুই হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। এই ২০২৪ নববর্ষে জাপানে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। এবং একই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

সৌদি-ইরান সম্পর্ক, আরব লীগে সিরিয়া

এ বছরের আলোচিত একটি ঘটনা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দুই বৈরি দেশ ইরান আর সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এপ্রিল মাসে বৈঠকের ঘটনা যার মধ্যস্থতা করেছিল চীন। সাত বছর পর দুই দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় এবং দুই দেশ তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে রাজি হয়। চীনের জন্য এটিকে একটি কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে দেখা হয়। আবার মে মাসে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের আরব লীগে পুনরায় যোগদানও ছিল আলোচিত বিষয়।

রাজার অভিষেক

গত বছর ব্রিটেনের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী রাজশাসক ৯৬ বছর বয়সী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রাজা হন তার ছেলে চার্লস। আর তাঁর অভিষেকের অনুষ্ঠান ছিল এ বছরের ৬ মে। নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে পালন করা হয় অভিষেক অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকভাবে রাজমুকুট পরানো হয় রাজা চার্লসকে। রাজার অভিষেকের কিছুক্ষণ পরই তাঁর স্ত্রী ক্যামিলার অভিষেক হয় রানী হিসেবে। ৭০ বছর পর এসব রীতির পুনরাবৃত্তি দেখলো বিশ্ব। যুক্তরাজ্য ছাড়াও আরও ১৪টি দেশে তাকে রাজা হিসেবে মান্য করা হয়।

টাইটানডুবি

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তারিখে ১৫০০ যাত্রী ও ক্রু সমেত নিমজ্জিত টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ১৮ জুন উত্তর আটলান্টিকের গভীর তলদেশে পাড়ি দিয়ে নিখোঁজ হন পাঁচজন আরোহী। ওশেনগেট কোম্পানির টাইটান নামে ছোট সে ডুবো-যানটি সাগরে ডুব দেয়ার এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিপজ্জনক এবং ব্যয়বহুল এ অভিযানে ওশেনগেটের প্রধান নির্বাহীসহ যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত ধনাঢ্য। গভীর সাগরের অন্ধকার ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতার মধ্যে খোঁজ চলতে থাকে। বিষয়টি গোটা বিশ্বে কৌতূহল ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন মেলে। জানা যায় সাগরে ডুব দেবার ৯০ মিনিট পর ১২,৫০০ ফুট নিচে পানির প্রচণ্ড চাপে টাইটান ধ্বংস হয়ে যায়। মানব দেহাবশেষের চিহ্নও মেলে সেখানে।

ভারত-কানাডা দ্বন্দ্ব

কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের একটি শিখ মন্দিরের বাইরে ১৮ জুন গুলি করে হত্যা করা হয় কানাডার শিখ নেতা হারদিপ সিং নিজ্জারকে। তবে এটি বড় ঘটনায় রূপ নেয় যখন এই হত্যার পেছনে ভারত সরকারের হাত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। ১৮ সেপ্টেম্বর কানাডার হাউজ অব কমন্সের সভায় মি. ট্রুডো বলেন, কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা মি. নিজ্জারের হত্যার সাথে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার 'বিশ্বাসযোগ্য' প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ভারতে। অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ভারত এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করে। একই সাথে ভারতের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ 'খালিস্তানি সন্ত্রাসী ও চরমপন্থিদের' আশ্রয় দেয়ার অভিযোগ তোলে কানাডার বিরুদ্ধে। সম্পর্কের অবনতি ঘটে দুই দেশের মধ্যে।

রেকর্ড তাপমাত্রা এবং দাবদাহ

গত বছরের জুলাই মাসে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার নূতন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা প্রতি বছর অভূতপূর্ব হারে বাড়ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা। এ বছরে দাবদাহ নানা দেশে মানুষসহ প্রাণীকূলকে ভুগিয়েছে। দাবানলে প্রাণহানি ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ জুলাই মাসে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড তৈরি বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা উচ্চতম রেকর্ড ছুঁয়েছে যার একটা প্রধান কারণ ছিল 'এল নিনো' নামে প্রাকৃতিক আবহাওয়া চক্র। দেশে দেশে অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে অস্বস্তিতে পড়ে কোটি কোটি মানুষ। ১৭ জুলাই পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বে সর্বোচ্চ রেকর্ড তাপমাত্রা হয় ৫৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালিতে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রেকর্ড করা হয়।

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা পার করেছে ইউরোপ-আমেরিকার কিছু অঞ্চল যেখানে মানুষ শীতের সাথে বেশি অভ্যস্ত। ভয়াবহ দাবানলের ঘটনা ঘটেছে কানাডা, গ্রীস, চিলি, আমেরিকার হাওয়াইয়ের একটি দ্বীপে। চীন, অস্ট্রেলিয়া সহ অনেক দেশ বন্যাকবলিত হয়েছে।

অতি উত্তপ্ত এই বিশ্ব আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

সর্বোচ্চ জনসংখ্যা

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে এ বছর চীনকে ছাড়িয়ে গেছে ভারত। উর্বরতার হার দুটি দেশেই কমছে, কিন্তু বলা হচ্ছে আগামী বছর থেকে চীনের জনসংখ্যা কমার সম্ভাবনা রয়েছে যেটা ভারতের ক্ষেত্রে লাগবে কয়েক দশক। জাতিসংঘ মনে করছে ২০৬৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বোচ্চ হয়ে এরপর থেকে ক্রমে কমতে শুরু করবে ভারতের জনসংখ্যা। জন্মহার কমাতে এক সন্তানের নীতিতে বেশ কড়াকড়ি করেছে চীন। দেরিতে বিয়ে উদ্বুদ্ধ করার মতো পদক্ষেপও ছিল। অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতার পরের ছয় দশকে ভারতের জনসংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। উভয় দেশের জনসংখ্যাই ১৪০ কোটির ওপরে এবং গত ৭০ বছর ধরে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বাস করে এ দুটি দেশেই। এখন বলা হচ্ছে চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি, ভারতের ১৪২ কোটি।

ইসরায়েল-হামাস হামলা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যায় ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এরপর গাজায় ইসরায়েলের পাল্টা আক্রমণের ঘটনা। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে স্মরণ কালের সবচেয়ে বড় হামলা চালায় হামাস। রকেটের পর রকেট হামলা ছাড়াও হামাস যোদ্ধারা শক্তিশালী সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ইসরায়েলের ১২০০ জন নিহত হয়, ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভেল্কী

প্রযুক্তির জগতে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় বলা যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স)-কে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস পুরোনো হলেও প্রযুক্তি দুনিয়া ২০২৩ খ্রিস্টাব্দকে সম্ভবত মনে রাখবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূল ধারায় যুক্ত হওয়ার বছর হিসেবে। কোডিং থেকে আর্ট, রচনা, এআই সিস্টেম খুব দ্রুতই বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরি করে দিতে পারে, যা হয়তো একেবারে নিখুঁত নয়। তবে নানান পেশা ও শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের জন্য দরকারি অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে সৃষ্টিশীল এআই। তবে একই সাথে রয়েছে অনেক কাজ হারানোর ঝুঁকি বা অপব্যবহারের ঝুঁকি। যেমন ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার একজনের ছবি যে কোনোভাবে অন্য কোনও ভিডিওতে বসিয়ে দেয়ার মত ঘটনা ঘটছে। বিশ্বের শীর্ষ কয়েকজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম

বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এটি একসময় হয়তো মানব প্রজাতির জন্য একটি হুমকি হয়ে উঠতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও এআইকে হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কোভিড -১৯

বিশেষজ্ঞরা কোভিড -১৯ সম্পর্কিত একটি নতুন এবং "বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা ঝুঁকি" সম্পর্কে গুরুতর সতর্কতা জারি করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে এটি থেকে "হৃদরোগের মহামারী হতে পারে। এমনকি হতে পারে স্ট্রোকও! কোভিড-১৯ শনাক্ত বৃদ্ধি, বিশেষ করে নতুন স্ট্রেকের কারণে, যা JN.1 নামে পরিচিত হার্টের সমস্যা হতে পারে। জাপানি বিজ্ঞানীদের একটি নূতন গবেষণায় এখবর প্রকাশ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন এবং ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশে কোভিড কেস বৃদ্ধির পরে, মূলতঃ একটি নূতন স্ট্রেন ঔঘ.১ এর আগমনের কারণে, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে এটি সম্ভাব্য হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। যারা রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য সমস্যা বেশি হবে।

বিশ্বব্যাপী জাতীয় নির্বাচন

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য দেশগুলোতে জাতীয় নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এই বছর। এ তালিকায় আছে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বৃটেন, কানাডা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান সহ কমপক্ষে ৫৮টি দেশ। ফলে বিশ্বজুড়ে নতুন বছর ২০২৪ কে নির্বাচনের বছর বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। বাংলাদেশের এই নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রেখেছে বিশ্ববাসী। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে যে ৫৮টি দেশে নির্বাচন হবে, তার মধ্যে খুব সম্ভবত বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যতিক্রমধর্মী।

আমেরিকার নির্বাচন

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ এর আসন্ন নির্বাচনে নাটকীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডেমোক্রেট দল থেকে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার ঘোষণা দিয়েছেন। দৃশ্যতঃ এখন পর্যন্ত তার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান দল থেকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নতুন বৎসরে প্রত্যাশা

গত বছরের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসাব খুঁজতে খুঁজতে নতুন বছরকে সামনে রেখে আবর্তিত হবে নবতর প্রত্যাশা, স্বপ্ন। বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় নববর্ষ পালনের ধরণ বাংলা নববর্ষ পালনের মতো ব্যাপক না হলেও এ উৎসবের আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া থেকে বাংলাদেশের মানুষও বিচ্ছিন্ন নয়।

বিপন্ন সময়ে দাঁড়িয়েও মানুষ আশায় বুক বাঁধে। নতুন বছরে প্রত্যাশায় বুক বাঁধে সবাই। বিগত বছরকে পিছনে ফেলে প্রত্যাশা জাগ্রত করে আমরা মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে চাই। অতীতের সব অপ্রাপ্তিকে ভুলে গিয়ে আগামী সম্ভাবনার সেরাটুকু পাওয়ার অদম্য বাসনায় জাগ্রত হয়ে নতুন বৎসরকে স্বাগতম জানাতে চাই। ব্যর্থতার পাহাড়ে দাঁড়িয়েও সম্ভাব্য সাফল্য নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে আমরা ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষকে এমনি করেই স্বাগত জানাই বিশ্ববাসী সকলের সাথে।

স্বাগতম নতুন বৎসর ২০২৪!

তথ্যসূত্র:
অনলাইন ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এবং ইনটারনেট॥

নবাবগঞ্জ উপজেলার বড়গোল্লার ধর্মপল্লীর আওতাধীন একটি বাড়ি করা উপযুক্ত ২৯ শতক জায়গা বিক্রি করা হবে

যোগাযোগের ঠিকানা

01811697366, 01866629259

গ্রাম: বড়গোল্লা

ডাকঘর: গোবিন্দপুর

উপজেলা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

বিপ্র/০৬/২৪

তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

পোষ্ট অফিস : দাউদপুর, জেলা: ঢাকা, বাংলাদেশ

রেজি নং-০১, তারিখ: ২০/০৮/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ সংশোধিত রেজি নং: ৬৫, তারিখ: ১৭/১১/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সম্মানিত সকল সদস্য- সদস্যাদেরকে জানাই সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ০৯:৩০ মিনিটে ফাদার ল্যারী পালকীয় মিলনায়তনে **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

খ্রীষ্টফার গমেজ
চেয়ারম্যান
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অঞ্জলী দেছা
সেক্রেটারি
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/০৫/২৪

শুভ বার্তা ও নব প্রত্যাশায় ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রতিবেশী ডেস্ক: পুরোনো বছরের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জরাজীর্ণতাকে পেছনে ফেলে আবারও আমাদের মাঝে চলে এলো আরো একটি নতুন বছর। অনেক প্রাপ্তি, কিছু হতাশা ও নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় শেষ হলো ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে নতুন আশা আর নতুন সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে শুরু হচ্ছে খ্রিস্টীয় নতুন বছর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সবাই বরণ করে নিয়েছে নতুন বছরকে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ, বিশেষ করে যুব সমাজ ঘড়িতে রাত ১২টা ১ মিনিট বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচিতে নববর্ষ উদযাপনে মেতে ওঠে।

‘খ্রিষ্টীয় নববর্ষ-২০২৪’ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের নেতা-নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ একে-অপরকে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমে নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানিয়েছেন। বিশ্বনেতৃবর্গসহ দেশীয় ও মাণ্ডলিক নেতৃবর্গের শুভেচ্ছাবার্তা ও প্রত্যাশা তুলে ধরে সাজানো হলো বিশেষ প্রতিবেদন ‘শুভ বার্তা ও নব প্রত্যাশায় নববর্ষ’।

বিশ্ব শান্তি দিবসে পোপ ফ্রান্সিসের বার্তা

পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ব শান্তি দিবসের বার্তায় বিশ্ব শান্তিতে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের স্তরে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি গ্রহণ করতে আহ্বান রাখেন যা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করতে পারবে। নতুন প্রযুক্তিগুলোকে সর্বদা ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তি ও জনকল্যান অন্বেষণে নির্দেশিত হতে হবে। পোপ ফ্রান্সিস কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বনেতৃবৃন্দকে বিশেষ করে আহ্বান করেন যাতে করে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা শেষ পর্যন্ত মানব ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির জন্য কাজ করে।

নববর্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রত্যাশা, বিশ্বশান্তির জন্যে চাই পারস্পরিক আস্থা

২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অপরিসীম দুর্ভোগ, সহিংসতা, জলবায়ু দুষণের অবিশ্বাস্য প্রভাব থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পারস্পরিক বিশ্বাস ও আশা তৈরীর বছরে পরিণত করতে বিশ্বব্যাপী ঐক্যের আহবান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। সুখ-সমৃদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব কামনা করে ইংরেজী নতুন বছরকে স্বাগত জানানো উপলক্ষে মহাসচিব এই বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করেছেন, আমরা যখন একসাথে দাঁড়াই, তখন মানবতা সবচেয়ে শক্তিশালী হয়। সে আলোকে চলতি সালটি অবশ্যই বিশ্বাস পুনর্গঠন এবং আশা পুনরুদ্ধারের বছর হতে হবে। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, আমরা একসাথে যা অর্জন করতে পারি তাতে আশা করি বছরটি অবশ্যই দ্বন্দ-সংঘাতময় পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো। মহাসচিব উল্লেখ করেন, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও ক্ষুধায় মানুষ পিষ্ট হচ্ছে। বাড়ছে যুদ্ধ এবং হিংস্রতা। এহেন পরিস্থিতি মানবতার জন্যে কখনোই কাম্য হতে পারে না।

প্রত্যাশার বিশ্ব রচনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থার যে ঘাটতি সেদিকে ইঙ্গিত করে মহাসচিব বলেন, অঙ্গুলি হেলনে অথবা বন্দুকের নলের জোরে বেশীদূর যাওয়া যায় না, টেকসই শান্তি দূরের কথা। আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হই তখনই মানবতা শক্তিশালী হয়। জলবায়ু দুষণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ, অর্থনৈতিক সুযোগের জন্য, একটি ন্যায্য বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা-যা সকলের কাছে পৌছায় তেমন পরিবেশ তৈরীর জন্যে সবকিছুর উর্ধ্বে উঠতে হবে গোটাবিশ্বকে। ‘ শান্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং মানবাধিকারের জন্যে বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে জাতিসংঘ নিরন্তরভাবে কাজ করছে, এই ধারাকে আরো পরিপুষ্ট করতে হবে নতুন এই বছরে’।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বার্তা

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘সময়ের চিরায়ত আবর্তনে খ্রিস্টীয় নববর্ষ নতুন স্বপ্ন, নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের মাঝে সমাগত। উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের সমাহার নিয়ে আমাদের জীবনে নববর্ষের আগমন ঘটে। তাই বিগত দিনের ভুল-ভ্রান্তি, ব্যর্থতা ও হতাশাকে দূরে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন ও ইতিবাচক পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।’ করোনা অতিমারি ও বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের ফলে বাংলাদেশেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়েছে। আমাদের আশেপাশের অনেক মানুষই কষ্টে দিনাতিপাত করছে। নববর্ষে আমরা একে অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই - এই হোক খ্রিস্টীয় ‘নববর্ষ-২০২৪’ এর প্রত্যাশা। এ ছাড়া একজনের আনন্দ যেন অন্যদের বিষাদের কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নববর্ষ উদযাপনের আহ্বান রেখেছিলেন রাষ্ট্রপতি।

বিগত বছরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পেছনে ফেলে নতুন বছরে অমিত সম্ভাবনার পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাকুএই প্রত্যাশা করে তিনি বলেন, নববর্ষ সবার মাঝে জাগিয়ে তোলে নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। খ্রিস্টীয় নববর্ষ সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ ও কল্যাণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ‘আজ আমরা যে সময়কে পেছনে ফেলে নতুন দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছি, সে সময়ের যাবতীয় অর্জন আমাদের সম্মুখ যাত্রার শক্তিশালী সোপান হিসেবে কাজ করছে। তাই নতুন বছরের এই মাহেন্দ্রক্ষণ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নতুন নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির নতুন শিখরে আরোহণের সোপান রচনা করার অনুপ্রেরণা। নতুন বছরে মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো জোরদার হোক, সকল সংকট দূরীভূত হোক, সকল সংকীর্ণতা পরাভূত হোক এবং সকলের জীবনে আসুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি, এই প্রার্থনা করি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নতুন বছরের বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, প্রত্যেকের একটি স্বাস্থ্যকর, সুখী এবং নিরাপদ নববর্ষ কাটুক।

বাইডেন বলেন, আমি ভালো অনুভব করছি। কারণ আমেরিকান জনগণ জেগে উঠেছে। মহামারির সঙ্গে একটি কঠিন সময় পার করে আবার আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমরা যে কোনো দেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছি। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ করে বাইডেন বলেছেন, মানুষ এখন সহজেই জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নিতে

পারে। জিল বাইডেনও উৎসাহী বার্তা দিয়ে বলেছেন, আমি সবসময় আমার শিক্ষার্থীদের বলব, আপনারা ইতিবাচক, আশাবাদী এবং একে অপরের প্রতি সদয় হন।

নববর্ষে ঐক্যের আহ্বান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের

দেশবাসীকে খ্রিস্টীয় নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দেশের জনগণের প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা বারবার প্রমাণ করেছি, আমরা যেকোন সমস্যার; এমনকী সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং আমরা কখনোই পিছপা হই না। কারণ, বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যা আমাদেরকে বিভক্ত করতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যা আমাদের পিতাদের স্মৃতি ও বিশ্বাসকে ভুলিয়ে রাখতে বা আমাদের বিকাশকে থামাতে পারে। আমরা এক দেশ এবং একটি বড় পরিবার। আমরা আমাদের দেশের নাগরিকদের মঙ্গল নিশ্চিত করবো এবং আমরা আরো শক্তিশালী হবো।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নতুন বছরের শুরুতেই দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। "সকলকে অসাধারণ ২০২৪ সালের শুভেচ্ছা জানাই। এই নতুন বছর আপনাদের সকলের জন্য সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসুক এই কামনাই করি।"

নববর্ষকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশা, চিন্তা-চেতনা। তাদের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরা হলো।

সুনীল পেরেরা (মোহাম্মদপুর): প্রতিটি নতুন বছর আসে নতুন চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন ও উৎসাহ নিয়ে এবারও ঠিক তেমনি একটি বছর শুরু হলো। বর্তমানে রাজনৈতিক দিক ও জলবায়ুর দিক থেকে বিশ্বে অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজমান। বাংলাদেশও তার থেকে বাদ নয়। চলছে যুদ্ধ বিগ্রহ, হানা হানি, হত্যা যজ্ঞ ইত্যাদি আবহাওয়াও নিচ্ছে নানা রূপ। এই বছরের প্রত্যাশার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হল দেশের শান্তি ও বিশ্বের শান্তি। সদ্য সমাপ্ত হওয়া নির্বাচনকে ঘিরে দেশে যেন আর কোন সহিংসতা সৃষ্টি না হয়। মানুষ যেন নির্ভয়ে বাঁচতে পারে এটিই এই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। অন্যদিকে সকল মানুষের মধ্যে জেগে উঠুক বন্ধুত্ব। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একত্রে থাকার অনুপ্রেরণা নিয়েই এই নতুন বছর শুরু হোক। এটাই আমার একান্ত প্রত্যাশা।

টমাস রনি গোমেজ (বরিশাল) : প্রথমেই পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই বিগত একটি বছরের জন্য। একটি বছর তিনি আমাদের প্রত্যেককে সুস্থ শরীরে রেখেছিলেন এবং আর একটি নতুন বছর আমাদের জীবনে দান করেছেন। গত একটি বছর আমাদের জীবনে যেমন অনেক আশির্বাদে পুষ্ঠ ছিল তেমনি ছিল বিভিন্ন ধরনের হতাশা, আশঙ্কা, কি হবে আগামীকাল এই দুঃচিন্তা? কারন বৈশ্বিক যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতি, চাকুরি হারানোর ভয় ইত্যদির সঙ্গে এক মানসিক যুদ্ধ ছিল সর্বদা। তাই নতুন বছরের প্রত্যাশা শান্তি এবং মানবতাবাদের। একটি সবুজ, সুন্দর, সুস্থ এবং বাসযোগ্য পৃথিবী যেন আমরা সবাই মিলে পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিতে পারি। যে সৃষ্টিকর্তাকে ধর্ম ধারন করে আছে তাকে যেন মানুষের মাঝে সকলে দেখতে পায়।

মেরী তেরেজা বিশ্বাস (লক্ষ্মীবাজার) : সবাইকে খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের শুভেচ্ছা জানাই। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সকল প্রকার দানের জন্য। বিগত বছরে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করি। নতুন বছরে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আমরা চাই সকল দন্দ, সংঘাত, যুদ্ধ, ভেদাভেদ ভুলে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠুক। আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা যেন একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি। নতুন বছরে সবার জন্য রইল শুভকামনা।

প্রবহমান সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের জীবন থেকে অতিবাহিত হল আরও একটি বছর। অনেক সফলতা-ব্যর্থতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা, হতাশা , ঘটনা-দুর্ঘটনা জড়িত ছিল বিগত বছরটিতে। সব কিছুর জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে নতুন বছর আসে আমাদের জীবনে। আমরা আলোড়িত উদ্দীপিত হই। নতুন বছরে বিগত বছরের দিকে তাকালে জনজীবনে আলোড়ন তোলা অনেক ঘটনাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিগত বছরের সকল ব্যর্থতা, হতাশা, গ্লানি ভুলে আনন্দ-উল্লাসের পাশাপাশি আমরা অঙ্গীকার করি, নতুন বছরে নতুনভাবে চলতে, নতুনভাবে জীবনযাপন করতে, নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে। যেখানে থাকবে না মানুষে মানুষে সংঘাত, বিভেদ, যুদ্ধ, অশান্তি । দেশ ও জাতির সুনাম আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আরও বিস্তার লাভ করুক এ প্রত্যাশা আমাদের। ঈশ্বরের আশীর্বাদে নতুন বছরে আমাদের জীবন ভরে উঠুক সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তিতে।

তথ্যসূত্র : নিউজ 24
https://nzpratidin.com/archives/17993, https://www.jugantor.com/international/759855।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা

পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন
নিরাপত্তা কর্মী	৫০ জন	আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের যোগ্যতা: কমপক্ষে এস.এস.সি পাস, বয়স ২০ হইতে ৪৫ বৎসর, উচ্চতা কমপক্ষে ৫ফুট ৬ ইঞ্চি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। অফিস কর্তৃক থাকার ব্যাবস্থা করা হবে বৎসরে উৎসব অনুযায়ী ২ টি বোনাস প্রদান করা হবে। সমস্ত কর্মীদের জন্য বীমার ব্যাবস্থা আছে। এ ছাড়াও বাৎসরিক ছুটি, অসুস্থ কালীন ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ঐচ্ছিক ছুটি পাবেন। কর্মদক্ষতা ভাল হলে পদোন্নতির সুযোগ আছে। সকল ধর্মের আগ্রহী প্রার্থীগণ নিম্ন ঠিকানায় আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত: জীবন বৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরকিত্ব সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, রক্তের গ্রুপের সনদপত্র, খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে চার্চের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে, খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

প্রকল্প পরিচালক
ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস
রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার
তেজগাঁও ঢাক-১২১৫।
Email: dcss@cccul.com

বিপ্র/০৭/২৪

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত "জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর" ৫০ বছরের পথচলা (২৩ আগস্ট ১৯৭৩- ২৩ আগস্ট ২০২৩)

ফাদার লুইস সুশীল

একটি দেশ ও স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য ভবিষ্যৎ যোগ্য যাজক গঠনে তথাকার সেমিনারী হল ধর্মপ্রদেশের 'হৃদয়'/ 'প্রাণকেন্দ্র' বা 'বীজতলা' স্বরূপ। এটি দেশ ও মণ্ডলীর জন্য বিশেষ উপহার। বঙ্গ মণ্ডলীতে অনেক স্বপ্ন ও আশা নিয়ে ঢাকার বনানীতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট দেশের যে প্রথম ও একমাত্র উচ্চ সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করা হয় দেখতে দেখতে তার সগর্ব পদযাত্রা ও প্রতিষ্ঠার চলে যাচ্ছে পূর্ণ ৫০ টি স্বর্ণ বছর। আর সেভাবে ২০২৩ এর আগস্ট মাসে এ সেমিনারীর যাত্রার ৫০ বছর পূর্তি। এটি সত্যিই এক মহানন্দ ও গর্বের কথা। মণ্ডলীর সবার অংশগ্রহণে কীভাবে এদিন পালন করা যাবে সেটি এক ব্যাপক বিষয়। যাজকীয় গঠন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সেমিনারীর বিগত ৫০ বছর নিঃসন্দেহে প্রকাশ করে মণ্ডলীর দেশীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও পালকীয় পরিপক্কতার একটি স্পষ্ট রূপ। তাই আমাদের মণ্ডলীর স্বাবালকত্ব, স্বাবলম্বন ও যুগোপযোগী অগ্রযাত্রার স্বাক্ষর এ উচ্চ সেমিনারীকে ঘিরে আমাদের চিন্তা ও স্মৃতিচারণ।

সেমিনারীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা: উচ্চ সেমিনারী হল যাজক-গঠন প্রার্থীসহ ব্রাদার সিস্টারদের সমন্বয়ে এদেশে মণ্ডলীর সর্বোচ্চ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে উল্লেখ্য, এর আগে বাংলাদেশে কোন উচ্চ সেমিনারী ছিল না, তাই সেমিনারীয়ানদের যাজকবরণ প্রস্তুতির শেষধাপ সম্পন্ন করতে কষ্ট করে দেশের বাইরে কোন উচ্চ সেমিনারীতে যেতে হতো। বঙ্গের মিশনারীগণ অনেক আগে থেকেই এ দেশে সেমিনারী তৈরীর বিষয়ে নানা পর্যায়ে চিন্তা, আলোচনা, পরামর্শ ও পরিকল্পনা করতে থাকেন। তারই পথ ধরে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ঢাকা শহরের উত্তর মেরু বনানীতে উচ্চ সেমিনারী নির্মাণের লক্ষ্যে ৪ একরের একটু বেশী একটি জমি ক্রয় করা হয়। ১৯৭১ এ দেশ স্বাধীন হবার পর সেমিনারী স্থাপনের প্রক্রিয়া জোরদার হলে ধীরে ধীরে এর দৃশ্যমান আত্মপ্রকাশ ও পদযাত্রা শুরু হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেশের বিশপগণের সভায় উচ্চ সেমিনারী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর এ কাজে চিন্তা ও সহযোগিতা করার জন্য একই বছর ১৭ জুন ৫ সদস্যের আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিশপগণের জুলাই মাসের সভায় (১৮-২০, ১৯৭২) তাদের প্রস্তাব উপস্থাপন করলে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে সেমিনারীর প্রথম বর্ষের পাঠ্যসূচি আরম্ভ করা হবে। ২) ঢাকার রমনা আর্চবিশপ ভবনে অস্থায়ীভাবে এ সেমিনারী থাকবে পরে বনানীতে সেমিনারীর জন্য যে জমি ক্রয় করা হয়েছে তাতে তা স্থানান্তরিত করা হবে। ৩) এর পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে দেশীয় পুরোহিতগণের হাতে। ৪) যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত পুরোহিত এখানে শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রিত হবেন। ১৯৭৩ এর বিশপগণের সভায় ১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীণ ফাদার পৌলিনুস কস্তাকে পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয় ও তাকে বলা হয় সেসময়কার দিনাজপুরের বিশপ মাইকেল রোজারিও-র সঙ্গে পরামর্শ ও সহযোগিতা ক'রে প্রস্তুতির সব কাজ করতে। তখন পরিচালকরূপে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সেমিনারীর জন্য দীর্ঘসময় যথাসাধ্য পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করেন। পরে তিনি রাজশাহীর বিশপ ও শেষে ঢাকার আর্চবিশপ হন।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট ৫ জন অভিজ্ঞ, জ্ঞানী শিক্ষক নিয়ে মাত্র ৫জন ছাত্র নিয়ে অস্থায়ীভাবে ঢাকার বিশপ ভবনে বাংলাদেশে স্নাতকোত্তর এ সেমিনারীর প্রথম শিক্ষাবর্ষের প্রথম ক্লাস হয়।

পরে আসে দেশের জন্য স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিন। ২৩শে আগস্ট পুণ্যপিতা পোপ ষষ্ঠ পৌলের প্রতিনিধি মহামান্য আর্চবিশপ এডওয়ার্ড ক্যাসিডি রমনা কাথিড্রালে প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর ঐতিহাসিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। দেশের সকল বিশপ, সেমিনারীর অধ্যাপক মণ্ডলী, অনেক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টবিশ্বাসী তাতে উপস্থিত ছিলেন।

পরিচালকের সাথে সেমিনারীর প্রথম ৫ শিক্ষক

পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার পৌলিনুস কস্তা - বাংলাদেশ ।

অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ফাদার থিয়োটোনিয়াস গমেজ সিএসসি- বাংলাদেশ।

অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ফাদার আর্নেষ্ট বুর্স ওএফএম (সহপরিচালক) - নেদারল্যান্ড ।

অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ফাদার পৌল হাওয়ার্ড ও এম আই - কানাডা ।

অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ দেশানাইক ওএমআই - শ্রীলঙ্কা।

অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস কেলী ওএম আই- (সাময়িক) কানাডা। **সেমিনারীর প্রথম ৫ ছাত্র**

লুইস সময় ক্রুশ সিএসসি- ঢাকা

আলয়সিউস গমেজ সিএসসি- ঢাকা

আলফ্রেড গমেজ- ঢাকা

সিলভেষ্টার কস্তা- দিনাজপুর

যোসেফ মারান্ডী- দিনাজপুর।

সেমিনারীর জন্য বনানীতে স্থান থাকলেও সেখানে কোন ঘরবাড়ী ছিল না অন্যদিকে ক্লাস করতেও বিশপ ভবনে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। শেষে তাই পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের ফাদারগণের উদারতায় অস্থায়ীভাবে নটর ডেম কলেজের ম্যাথিস হাউসে উচ্চ সেমিনারী ক্লাস শুরু করা হয়। এক বছরের মধ্যে তা নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ছিল, তাই উচ্চ শিক্ষার জন্য ফাদার ফ্রান্সিস সীমা ও ফাদার বার্ণাড পালমাকে রোমে এবং ফাদার প্যাট্রিক ডি' রোজারিওকে বেলজিয়াম পাঠানো হয়।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট ১০ জন ছাত্র নিয়ে উচ্চ সেমিনারীর ২য় শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়। বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ম্যাথিস হাউজেই আরো কিছুদিন সেমিনারীর কাজ চালিয়ে নিতে হয়। ১৯৭৫ এর ১৮ আগস্ট সেমিনারীর ৩য় শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বনানীর ২৭ নম্বর রোডে কবরস্থানের পাশে সেমিনারী ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হলে ঐবছরই ১৭ আগস্ট নটর ডেম কলেজের ম্যাথিস হাউস থেকে সেমিনারী বনানীতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে ৩০ আগস্ট জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর চতুর্থ শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। অধ্যাপকদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ জন। ফাদার ফ্রান্সিস সীমা ও ফা প্যাট্রিক ডি রোজারিও সিএসসি শিক্ষক হিসেবে বনানীতে যোগদান করেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯ জনে, তার মধ্যে ১০ জন ছিলেন নূতন।

সবার স্বপ্ন ও আশা পূর্ণ হল। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল মহাসমারোহে বনানী নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করা হয়। এটি উদ্বোধন করেন ঢাকার পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী সিএস সি। বাংলাদেশে নিযুক্ত পুণ্যপিতার প্রতিনিধি এডুয়ার্ড ক্যাসিডি ছাড়াও অন্যান্য বিশপ, যাজক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। ২৬ জুন রমনা কাথিড্রালে এ সেমিনারীর ছাত্র পরেশ লের্ণাড রোজারিও-কে প্রথম ডিকনরূপে অভিষিক্ত করা হয়। উপাসনায় পৌরহিত্য করেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী সিএসসি। একই বছরের ১৭ আগস্ট বনানী সেমিনারীর ৫ম শিক্ষাবর্ষ শুরু করা হয়। তাতে ৩ জন নূতন ছাত্র যোগদান করেন। ২ আগস্ট বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য চরম শোকের দিন। বিকেল ৪:১৫ মিনিটে আমাদের ধর্মগুরু পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবছরের ৮ অক্টোবর হাসনাবাদে তদীয় ধর্মপল্লীর সন্তান পরেশ লের্ণাড রোজারিও-কে বনানী সেমিনারীর

প্রথম যাজকরূপে অভিষিক্ত করেন পোপের প্রতিনিধি মহামান্য আর্চবিশপ এডওয়ার্ড ক্যাসিডি। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর বনানীতে আরো ১৯ জন নূতন ছাত্র আসে, তাছাড়া আরো ৪ জন হলিক্রশ সেমিনারীয়ান যোগদান করেন ফলে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ জনে। সেমিনারীতে একজন স্থায়ী আধ্যাত্মিক পরিচালক প্রয়োজন হওয়াতে ১৯৮৪ এর ৩ জুন আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসেবে শ্রদ্ধেয় ফাদার ব্রুনো আলদো, এসএক্স সেমিনারীতে যোগ দেন। ঐ বছরই ৬ অক্টোবর শ্রদ্ধেয় ফাদার কার্ল এ্যাডেলম্যান সুদূর পশ্চিম জার্মানী থেকে বাইবেলের অধ্যাপক ও সেবাকারী হিসেবে বনানীতে যোগদান করেন। ১৯৮৬ এর ১৯ নভেম্বর বনানী সেমিনারী ও বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য সত্যিই আশীর্বাদের এক দিন। সেমিনারীর ইতিহাসে তা এক স্মরণীয় দিবস। পোপ ২য় জন পল বাংলাদেশে তার ঐতিহাসিক পরিদর্শনে এসে এদেশের ১৮ জন ডিকনকে আর্মি স্টেডিয়ামে যাজকপদে অভিষিক্ত করেন। একই বছরের ১৯ ডিসেম্বর পরিচালক ফাদার পৌলিনুস কস্তার যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক হিসেবে ফাদার বিজয় ডি' ক্রুজ ওএআই বর্তমান আর্চবিশপ, সেমিনারীতে আগমন করেন। ঐ বছরের ১৮ মে সেমিনারীর অধ্যাপক ও আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার টমাস জিমারম্যান সিএসসি দেহ ত্যাগ করেন।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বনানী সেমিনারীর প্রথম থেকে যে নাম ছিল "জাতীয় উচ্চ সেমিনারী" তা বদল করে তার সমসাময়িক কালে প্রদত্ত প্রতিপালকের নাম অনুসরণে "পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী" নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে সেমিনারীর নূতন গীর্জিকা নির্মিত হলেও সে নামেই নামাঙ্কিত হয়।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বনানী ধর্মতত্ত্বকেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চলে আসছে যেটা এ পর্যন্ত মাত্র ব্রতধারী ব্রাদারদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু ২০০১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের বিশপগণের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে সিস্টারগণ সেমিনারীতে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারবেন। এর ফলশ্রুতিতে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকজন সিস্টার সেমিনারীর বিভিন্ন কোর্সে অংশ নেন।

বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে ৮টি ধর্মপ্রদেশ ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রার্থীদের নিয়ে (ব্রাদার সিস্টারসহ) এদেশ মণ্ডলীর সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল বনানী যাজক-বিদ্যালয়।

এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্থাপনা: বর্তমান পর্যন্ত পরিচালকের দালান ও প্রথম বর্ষের ছাত্রগণ যেখানে থাকেন সেটি সেমিনারীর প্রথম স্থাপনা আর এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী। দিনাজপুরের ফাদার লিম্পেরিও পিমে হলেন সেমিনারী পরিকল্পনার স্থপতি। ঢাকার আগের আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেনার সিএসসি, উচ্চ সেমিনারী গঠনের জন্য ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যে জমি ক্রয় করেছিলেন সেখানেই সেমিনারীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। **ভাটিকান বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার সৌজন্যে জাতীয় উচ্চ সেমিনারী ঢাকার পূজ্যপাদ আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী সিএসসি কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত, পুণ্যবর্ষ, ১৯৭৫, ঢাকা। দিনটি ছিল ২১ নভেম্বর।** অনুষ্ঠানে সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও খুলনার বিশপ। পরিচালক ফাদার পৌলিনুস কস্তার পরিশ্রম এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সহযোগিতায় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে শোবার ঘর, শিক্ষকগণের ঘর, খাবার ও রান্না ঘর, গুদাম এরূপ মোট ৪ টি পৃথক দালানের কাজ শেষ হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল তৎকালীন আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী সিএসসি দেশের প্রথম জাতীয় উচ্চ সেমিনারী উদ্বোধন করেন।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দিকে চারতলা ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং সেখানে ১৬ ফেব্রুয়ারি ক্লাসরুম স্থানান্তরিত হয়। তার আগে ফাদারগণ মিলে-মিশে একত্রে ক্লাস করাতেন দক্ষিণের দালানের (সহকারী পরিচলকগণ যে দালানে থাকতেন- ঐশতত্ত্ব বিভাগের ছাত্ররা যে দালানে থাকতেন) নীচতলায় পুবে যে বড় ঘর আছে সেখানে ও পশ্চিমের যে তিনটি কক্ষ আছে সেখানে।

২০০২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে, সেমিনারীর নতুন পবিত্র আত্মার গীর্জিকা উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করেন ঢাকার মহামান্য আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও। এর কিছুদিন পরেই চ্যাপেলের সামনে সুদৃশ্য যিশু হৃদয়ের বড় মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ১ মে, বৃহস্পতিবার, সকাল ৯:১৫ মি. পুণ্যপিতার প্রতিনিধি পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ পল চাং ইং ন্যাম সেমিনারীর চ্যাপেলের পাশে সুদৃশ্য লুর্দের রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দির আশীর্বাদ করেন ও "রোজারি মালার" বর্ষ উদ্বোধন করেন। মূর্তিটি ফিলিপাইন থেকে আনা হয় এবং একজন তা দান করেন সেমিনারীর জন্য।

সেমিনারীর পরিচালকবর্গ: এ পর্যন্ত সেমিনারীতে এদেশের ৯ জন পরিচালক সেবা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন।

ক) ফাদার পৌলিনুস কস্তা- সেমিনারীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ৯ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে- ২৫ জুন ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেন। ২ বছর পরে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই থেকে আবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তা চলে ১৬ নভেম্বর ১৯৯২ পর্যন্ত।

১৬ নভেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, শ্রদ্ধেয় ফাদার পৌলিনুস কস্তা সুদীর্ঘ ১৭ বছর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে তারই ছাত্র ফাদার মজেসের হাতে দায়িত্ব অর্পণ ক'রে নিজ হাতে গড়া সেমিনারীর প্রিয় আঙ্গিনা ত্যাগ করে বিশপ ভবনে যান।

খ) ফাদার ফ্রান্সিস এ. গমেজকে- ১৯৮১ এর ২০ আগস্ট-আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনারীতে পরিচালকরূপে বরণ করে নেয়া হয় আর তিনি ১৯৮৩ এর ২৭ জুন পর্যন্ত সেমিনারীতে থাকেন ও বিদায় নেন।

গ) ফাদার মজেস কস্তা সিএসসি- এই সেমিনারীর ছাত্র, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট পরিচালকরূপে এ সেমিনারীতে আসেন এবং ১৭ আগস্ট তাঁকে নতুন পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়া হয়। তিনি ৩ বছর সেমিনারীতে কাজ করার পর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট সেমিনারী থেকে বিদায় নিয়ে রামপুরা যান।

ঘ) ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা- ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট থেকে ৩১ জুলাই ১৯৯৮ পর্যন্ত

ঙ) ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া- ৩১ জুলাই ১৯৯৮ থেকে ২৮ জুন ২০০৯ পর্যন্ত

চ) ফাদার শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ- ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে তাকে পরিচালকরূপে ঘোষণা দেয়া হয়। ১ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পরিচালকের পদে অধিষ্ঠান, তবে ২৮ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পুরাতন পরিচালক ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া তাঁকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি ২৯ মে ২০১২ পর্যন্ত এ দায়িত্বে ছিলেন।

ছ) ফাদার ইম্মানুয়েল রোজারিও- আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনারীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন ২৯ মে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে। ফাদার ইম্মানুয়েল ২০১৮ এর ৩০ মে পর্যন্ত ১১ বছর সেমিনারীতে পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

জ) ফাদার প্যাট্রিক সাইমন গমেজ- ২০১৮ এর ৫ জুন থেকে-২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে পর্যন্ত পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

ঝ) ফাদার পল গমেজ- পরিচালকরূপে ২০২১ এর ১ জুন থেকে এ লেখা পর্যন্ত বনানী সেমিনারীতে সেবাদায়িত্ব পালন করছেন।

পরিচালকবর্গ ছাড়াও আমার জানামতে এ পর্যন্ত সেমিনারীতে ৯ জন সহকারী পরিচালক, ১০ জন শিক্ষা পরিচালক, ৯ জন আবাসিক আধ্যাত্মিক পরিচালক, অনেকজন শিক্ষক (আবাসিক, অনাবাসিক), ৪টি সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সিস্টার সময় ও অবস্থা অনুসারে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

সেমিনারী থেকে যা যা প্রকাশিত হয়:

১) জানা যায় স্বাধীনতা পূর্বযুগে যখন বাংলার সেমিনারীয়ানগণ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পড়াশোনা করতেন তখন তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের চেষ্টা ও সাধনায় "উদয়াচল" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে আসছিলেন। ঢাকায় উচ্চ সেমিনারী স্থাপিত হলে লেখার আগের ধারা অব্যাহত রেখে ১৯৭৫ এর ২১ ডিসেম্বর সেমিনারীর ষান্মাসিক পত্রিকা 'দীপ্ত সাক্ষ্য' নামে প্রথম প্রকাশ করা হয়। অবশ্য নিজেদের অস্তিত্ব ও পরিচয় সবার কাছে তুলে ধরতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ, মে মাসে সেমিনারীর পরিচিতি সংখ্যা যেমন উৎপত্তি, পরিচিতি, কার্যকলাপ প্রভৃতি সমন্বয়ে কোন নামছাড়া (তখনও পত্রিকার নামকরণ হয়নি) ১ সংকলন প্রকাশ করা হয়। বর্তমান পর্যন্ত 'দীপ্ত সাক্ষ্য' ৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। (চলবে)

জলকন্যা

সুনীল পেরেরা

মেয়েটির রূপ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অমলিন জ্যোৎস্নাময় নয়। তবে ডাঁশা যৌবন, স্বাস্থ্যবতী হাত, সুন্দর সুগঠিত পা, ধারালো নাক, মুখ। পদ্ম কোরকের মত রক্তিমাভ চোখে সাগরের গভীরতা। ওর ঝলমলে পাপড়ি ঝরা মিষ্টি হাসিতে মুক্তো ঝরে যেন। সব সময় মুখে স্নিগ্ধতা মিশিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত নরম গলায় কথা বলে। হাতের দু'গাছি রঙিন চুড়ি যেন কব্জির মাংসে কামড় দিয়ে রয়েছে। আর কলাপাতা রংয়ের আঁটসাট সবুজ ব্লাউজটা দুই বাহুতে সেটে রয়েছে। বলতে গেলে ওর রূপ গুণের কোন প্রকার ঘাটতি নেই। পড়শি বাড়ির প্রমীলা পিসি, পাশের গায়ের মারীয়া, মনোয়ারা থেকে শুরু করে সবার সাথেই তার ভাব।

মেয়ের জন্ম কোন এক অমাবস্যা রাতে। এ কারণে সবাই ওর নাম রাখতে বলেছিল রাত্রি, কেউ বলেছিল কালিন্দী অথবা কৃ ষ্ণা রাখতে। শেষ পর্যন্ত ওর নাম রাখা হয় বাসন্তী। ফাগুন মাসে জন্ম তাই বাসন্তী। এ যুক্তিতে পরিবারে সবাই খুশি। বাসন্তীর মাথায় ঢলনামা চুলের বাহার। স্নানের পরে ভিজে চুলে তাকে বিজ্ঞাপনের মডেলের মত মনে হয়। এ জন্যই অনেকে তাকে মডেল কন্যা বলে খেপায়। বাসন্তী অবশ্য এতে তেমন মন খারাপ করেনা, বরং মনে মনে খুশিই হয়। টিভিতে সে মডেলদের দেখে দেখে অনেকটা অনুকরণ করার চেষ্টাও করে। যখন মেঘডম্বুর শাড়ির আঁচল কোমড়ে পেচিয়ে নদীর ঘাটে কিংবা মেঠো পথে হেঁটে যায় তখন গায়ের অনেক যুবকের বুকে প্রেমের কাঁপন ধরে।

বাসন্তীদের গায়ের নাম শূতিখালি। গায়ের বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে শূতিখালি বড়খার্ সেই খাল এখন শূতিখালি নদী। নদী ঘেষা গ্রাম। তাই প্রতি বছর আলুথালু বর্ষায় এক এক করে গিলে খাচ্ছে গ্রামের জমি জমা, বাড়িঘর। তিন মাইল দূরের ডাকঘরটা পড়তে পড়তে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আর বাড়ির পাশের স্কুল ঘরটা কাৎ হয়ে যেন পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। নদীভাঙ্গা মানুষগুলো নিঃস্ব হতে হতে এখন অভাবের শেষ সীমানায় এসে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে। নদীভাঙ্গা মানুষের ভাগ্য যেন হাতের তালুতে। আজকে আমীর আবার ক'দিন পরেই ফকির। তাদের কষ্টের যেন শেষ নেই। বাসন্তীর জন্মের বছর তারা কত বিত্তবান ছিল। আর এখন ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ভিটের ঘরবাড়ি ভাঙ্গলেই পন্থের ফকির।

অন্যদিকে চর জাগছে প্রতি বছর। এতে বিত্তবানদের কপাল খোলে। এপারে দশ বিঘা নদীর জলে ডুবে গেলে ওপারের চরে বিশ পঁচিশবিঘা তাদের দখলে চলে আসে। প্রশাসন তো তাদের হাতেই। এসব দখল নিতে বিত্তবানদের কিছু হয় না। এতে ভূমিহীন গরীবদের মাথা ফাঁটে, কোমড় ভাঙ্গে, লাশ হয়ে ফেরে দুই চার পাঁচজন। ভূমিহীনদের রক্তে উর্বর হয়ে ওঠে বিত্তবানের স্বপ্নের চর। এক কালের সরু শূতি খাল এখন বিশাল খরস্রোতা নদী। গ্রামটাকে তিন প্যাচ দিয়ে এমন ভাবে চেপে ধরেছে যে, গিলে না খাওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছেনা। বাসন্তীদের উঠোনের পরেই একটা ফসলি জমি। তার পরেই বড় রাস্তাটা আঁকড়ে ধরে আছে কয়েকটি বিশাল সাইজের রেইন ট্রি। বাসন্তীর মা বলেন, "ঐ গাছ কয়টা লক্ষ্মী আমগ বাঁচায় রাখছে। অরা ভাইঙ্গা পড়লে আমগ এক রাইতেই খাইব নদীডায়।" এককালে শূতিখাল ছিল গায়ের আশীর্বাদ আর এখন শূতিনদী এলাকার অভিশাপ।

বর্ষা এলেই বাসন্তীর মা মনিকার বুক কাঁপে। এক ভরা বর্ষায় নদীতে স্নান করতে গিয়ে তার দশ বছরের মেয়েটা স্রোতের টানে কোথায় ভেসে গিয়েছিল আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক দুই মাইল পর্যন্ত কত খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েটার লাশ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। হয়তো নদী তীরে পানির নীচে কোন গর্তে আটকে রয়েছে। সেই থেকে বাসন্তীকে আর একা নদীতীরে যেতে মানা করেছে তার বাবা। বাসন্তীর এমনিতেই কোড়াপাখির মতন ছটফটে স্বভাব। ছোট বোনটার কথা মনে হলেই মা-মেয়ে সুর করে কাঁদতে থাকে আর 'রাক্ষুসী' বলে নদীটাকে অভিসম্পাত করে।

জলকন্যা বাসন্তী, বর্ষা এলেই প্রবল ইচ্ছে হয় নদীর ঘোলা জলে ডুবিয়ে সাঁতার কাটতে বিশেষ করে বর্ষার ভরা পূর্ণিমার রাথে তার মন টানে নদীর পাড়ে যেতে। শ্রাবনের উত্তাল হাওয়ায় মন আনচান করে। গত চারদিনে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। ফলে শূতিখালী ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। স্রোতের শো শো আওয়াজ শুনে রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। হয়তো অদূরে কারও বাড়িঘর, জমিজমা স্রোতের তোড়ে ধপাস করে মুহূর্তে নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে তাই বুকফাটা বিরান আর্তনাদ শুনে বাবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মা দ্রুত ওঠে বাতি জ্বালায়। বাবা উঠানে কয়েক পাক ঘুরে এসে আন্দাজ করে আজ বুঝি নামা পাড়ার সর্বনাশ ঘটেছে। মনুমাঝি আর ঘুমুতে পারে না। মা'র সাথে বাসন্তী অনেকক্ষণ জেগে থেকে শেষে আকাশ পাতাল স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক সময় ঘুমে তলিয়ে যায়। এভাবেই বর্ষার দিনরাত্রি কাটে তাদের। এ বর্ষায় হয়তো আর বাঁচা যাবে না। এক ফালি জমি যদি নদীতে তলিয়ে যায় তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? সে চিন্তায়ই যাই যাই করেও যাওয়া হয়নি। শরীকরা অনেকেই অন্যত্র বসত করেছে।

জলের মানুষ মনু মাঝি। জীবনের অর্ধেকটা সময় কেটেছে নদীর বুকে। নদীর রাগ-অভিমান, বানের ডাক-স্রোতের টান-ঢেউয়ের নাচন সবই তার জানা। কত মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। বান তুফানে, রাত-বিরেতে যে যখন ডাক দিয়েছে কাল বিলম্ব না করে সবর হাতে বৈঠা চালিয়েছে। পারাপারের টাকা-পয়সা নিয়েও তার কোন অভিযোগ নেই। সে জানে, ফেরি পারাপারের পয়সা কড়ি ফাঁকি দিলে পরকালেও ফাঁকিতে পড়তে হবে।

মনু এখন জৈগ্যা মহাজনের আড়তের কুলি। ঘাট থেকে মালামাল গোদামে তুলে রাখে। ক্লান্ত দুপুরে নদীর ঘাটে বসে মনু মাঝি প্রায়ই ভাবে তার মেয়ে বিন্দি হয়তো একদিন ঠিকই ফিরে আসবে। পাশে বসা মোহর আলী বিড়ি টানতে টানতে আপন মনেই বলতে থাকে, মাইয়াডার লিগা আর চিন্তা কইরেন না দাদা। কপালে থাকলে ঠিকই ফিরা আইব।

- তুই কেমতে বুঝলি মোহর? তরে ত আমি আমার মোনের কতা কইনাই।
- আপনে যহন নদীর দিগে চাইয়া থাহেন তহনই বুঝি আপনে মাইয়ার চিন্তা করতাছেন।

মোহর আলীর কথায় মনু মাঝি মনে সান্ত্বনা পায়। বলে, সেই আশায় মনের কষ্ট বুকে চাপা দিয়া বাইচা রইছি। যাত্রা-

সিনেমায় ত এমুন হিস্টুরি দেখছি। ছোডবেলায় কোন মাইয়া হারয়া গেলে কিংবা পানিতে ভাইস্যা গেলে তারে বাইদারা তুইলা নিয়া পাইলা বড় করছে। এক সময় যুবতী মাইয়ারে দেইখা রাজার পুত্র প্রেমে পড়ে। তারপর ভাব-ভালোবাসা, বিরহ, বিবাহ এবং শেষমেশ শুভ মিলন। পনেরো ষোল বছর পরে দেখা গেল রাজপুত্রের সাথে ঘোড়ায় চাইড়া সেই মাইয়া নিজের বাড়িতে ফিরা আইছে।

নিজের মেয়েটাকে যেদিন থেকে নদীটা গিলে খেয়েছে এরপরই মনু আর নৌকার হাল ধরেনি। রামা মহাজন কত করে বলেছে তার মহাজনী নৌকায় যেতে, মনু রাজি হয়নি। অনেকদিন নদীর ধারে কাছেও যায়নি। শেষ পর্যন্ত নদীই তাকে আবার টেনে নিয়েছে। তবে জলে নয় ডাঙ্গায়, জৈগ্যা মহাজনের আরতের গোদামে। গত অমাবশ্যায় জমির মিয়ার দুইটা বড় বড় টিনের ঘর নদীর পেটে বিলীন হয়ে গেছে। আরও কয়েকটা যাবার জন্য দুই হাত তুলে প্রস্তুত হয়ে আছে।

কয়েকদিন টানা বর্ষণের পর আকাশে আষাঢ়ী পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। আকাশ ভাসিয়ে চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। শীতল হলুদাভ আলোয় গাছের পাতায় দোল খাচ্ছে। বর্ষার ঢেউয়ের ভাস্কার্য ভেঙ্গে মহাজনী নৌকাগুলো দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। জলজ শ্যাওলার গন্ধে বর্ষার মাদকতা ছড়িয়ে পড়েছে। ওপারে নদীর চরে গেরুয়া রংয়ের বালিতে চাঁদের আলো মরীচিকার ন্যায় চিকচিক করছে।

পূর্ণিমা এলেই বাসন্তীর মনটা আনচান করে। বিন্দির জন্ম হয়েছিল পূর্ণিমা রাতে। বোনের কথা মনে হলেই ঘরে আর মন টিকে না। বাসন্তী উঠানে এসে দাঁড়ায়। চাঁদের আলোয় সব কিছু স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। যতই দেখছে ততই তার মন টানছে নদীর ঘাটে যেতে। এক মায়াবী টানে বাসন্তী এক পা একটা করে এগিয়ে যায়। বৃষ্টি গাছের নীচে দাঁড়াতেই এক মাদকতা ছড়িয়ে পড়ে তার সাড়া দেহে। চাঁদরে নির্মল আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় তার বোন বিন্দি নদীতে সাঁতার কাটছে। চমকে ওঠে বাসন্তী বিন্দির খিলখিল হাসির শব্দে। বিন্দি হাতের ইশারায় বারবার তাকে ডাকছে তার সাথে সাঁতার কাটতে। বাসন্তী পুলকিত হয়। কতদিন হয় নদীতে স্নান করা হয়নি। জ্যোৎস্না রাতে দু'বোনে নদীতে স্নান করবে, সাঁতার কাটবে। ছেলেবেলায় সন্ধ্যার পর বাবার সাথে নদীতে মাছ ধরেছে, নৌকায় বসে এপার-ওপার করেছে।

বাসন্তী আজ কপালে বড় গোল টিপ পড়েছে। দেখে মনে হয় যেন চাঁদের কপালে সূর্য উঠেছে। গাছের পাতায় বাতাসে সুর ধরেছে। কোড়া পাখিটা টুব টুব করে বিরতিহীন ভাবে ডেকে চলছে। বাসন্তীকে এক ভাবনায় পেয়ে বসেছে। ভরা বর্ষায় নদীর গোঙানির শব্দে নিশিরাতে বুকে কাঁপন ধরত। অথচ আজকে তার কাছে ঐ ভয়ংকর শব্দও কী মধুময় মনে হচ্ছে। এ সময় বিন্দির হাজারো স্মৃতি তার চোখে ভাসছে। একটু পরেই দেখতে পায় বিন্দি অভিমানে গলা ফুলিয়ে কাঁদছে তার দিকে তর্জনী তুলে। ভয়ে এবার বাসন্তীর পা কাঁপছে। না, পা নয় মাটি কাঁপছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। এবার মরমর করে বিশাল বৃষ্টি গাছটি সহ মাটি কাঁপছে। বাসন্তী ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে। তার চিৎকারে রান্নাঘরে মায়ের হাত থেকে চামচটা পড়ে গেল মা ছুটে এলেন উঠানে। এবার গাছটা সশব্দে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মনুমাঝি বাজার থেকে সবে মাত্র বাড়ির কাছটিতে এসেছে। নারী কণ্ঠের চিৎকারে সে ছুটে এল। চাঁদের আলোয় দেখল বাসন্তী গাছের একটা ডার আকড়ে ধরে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছে। তার শাড়ির আঁচলটা গাছের ডালে প্যাচিয়ে যাওয়াতে সে এখনো টিকে আছে। অন্যথায় এতক্ষণে স্রোতের টানে ভেসে যেতো বহুদূরে। মনুমাঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েকে তুলে আনে। মা এ অবস্থ দেখে গলার শির ছিঁড়ে বুকফাঁটা চিৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে।

অনেক চেষ্টার পর বাসন্তীর জ্ঞান ফিরে আসে। ভয়ে তখনো কাঁপছে। একটু আগের ঘটনাটা তার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। এর আগেও কয়েকবার নদী তাকে টেনেছে কিন্তু মাকে বলেনি কোন দিন। বর্ষার পূর্ণিমা এলেই তার মনে জলের কাঁপন ধরে, ঢেউ দোল খায় নেচে নেচে। কিন্তু এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি বাসন্তী।

জলের মানুষ মনুমাঝি। এ ঘটনার অল্পদিন পরেই বসববাটি ছেড়ে কোথায় চলে যায় তা আর কেউ জানে না। নদীভাঙ্গা মানুষদের জীবনধারা এমনি হয় সকালে আমীর হলেও ফকির সন্ধ্যাবেলা, এই তো নদীর খেলা। জলকন্যা বাসন্তী এরপর অনেকদিন নদীর ধারে যায়নি। কিন্তু পরের বর্ষায় সবার অজান্তে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার লাশ পাওয়া যায়নি॥

ত্যাগী ইউফ্রেজী বারবিয়ে

সিস্টার সীম্মি পালমা আরএনডিএম

হে মহান ত্যাগী ইউফ্রেজী বারবিয়ে
আমরা আরএনডিএম ভগ্নিদ্বয়
ভক্তিভরা অন্তরে তোমার নাম স্মরণ করি-
তুমিই প্রথম কন্যা সেবিকা- এই সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী
সুদূর ফ্রান্স দেশের ছোট ক্যাঁ নামক একটি স্থানে
রুগ্ন দেহ নিয়ে তোমার জন্ম হয়েছিল।
ঈশ্বরের অসীম কৃপায় এই জীর্ণ দেহ হয়ে
উঠেছিল এক অদম্য শক্তির অধিকারী
অভাব অনটনের সংসারে,
অল্প বয়সেই হাল ধরেছিলে পরিবারের।
তুমি ছিলে এক ভক্তিপ্রাণা বিনম্র নারী
প্রার্থনাশীল, পরিশ্রমী ও উদ্যমী
তোমার আত্মত্যাগ সেবা,
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আজও অনুপ্রাণিত হয়ে
নিবেদন করছে তাদের জীবনসত্তা-
হে মহান ত্যাগী ইউফ্রেজী আমরা তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই।
তুমি আমাদের জীবনের আলোর দিশারী
সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি লাভ করি
তোমার স্মরণে,
ভক্তি হৃদয়ে তোমায় জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি॥

ছোটদের আসর

কানের আত্মকথা

বেঞ্জামিন গমেজ

আমার নাম কান। আমরা সংখ্যায় ২টি অর্থাৎ আমরা ২টি করে প্রত্যেক জীব জন্তু, পশু পাখির মাথার ২ পাশে অবস্থিত। আমরা কেউ কাউকে দেখি না, কিন্তু আমাদের কাজ একই এবং একসাথে। আমরা যেন ২ ভাই বা ২ বোন। আমরা প্রতিটি প্রাণীর শ্রবণ অঙ্গ হিসাবে কাজ করে থাকি। শুনে যাওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ। আমরা প্রতিবাদ করতে পারি না। ভাল-মন্দ, মৃদু শব্দ, বজ্রধ্বনি, হাসাহাসি, গান, চিৎকার, ঝগড়া, হাততালি, সত্য কথা, মিথ্যা কথা, সব ধরনের কথাই শুনে থাকি, শুনার ক্ষেত্রে আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই। আর এই ক্ষমতা নাই বলেই বিশ্ব টিকে আছে। কান হিসাবে আমারা যদি ধর্মঘট বা অবরোধ ডেকে সব ধরনের কথা বা শব্দ শোনা বন্ধ করে দিতাম, তাহলে কেউ কিছুই শুনত না, কিছুই বুঝত না, কোন কাজই হত না, কোন উন্নতিও হত না। তাই জীবন যাত্রা সচল ও উন্নতির জন্য কান হিসাবে আমাদের ভূমিকা কম নয়। কান ক্ষুদ্রতম অংশ হলেও এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই পাঠক সমাজ দয়া করে কানের যত্ন নিন। কান পরিষ্কার ও সুন্দর রাখুন। কান সকলেই দেখে, তাই কানের নামে নিজেকে আরও সুন্দর করার জন্য অনেকেই কান অর্থাৎ আমাকে ফুটো করে রিং বা অলংকার ঝুলিয়ে থাকে। কেউ কেউ একাধিক ফুটো করে বেশি করে রিং পরে। তখন আমার যে কত কষ্ট হয় তা কি কেউ ভাবে? ইদানিং ছেলেরাও আমাকে ফুটো করে রিং বা পাথর পরে মজা করছে কিন্তু আমার কষ্টের কথা ভাবে না।

কান অর্থাৎ আমি সকল প্রাণিদেহের শ্রবণ অঙ্গ। আমি অবহেলার পাত্র নই। দেহের ভারসাম্য রক্ষায় আমার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সকলে আমার যত্ন নিন॥

এ্যথিনা এঞ্জেলিনা গমেজ
৭ম শ্রেণি ক
হলিক্রস স্কুল, ঢাকা

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

নতুন

শুভ্র দৃপ্তনীল

নতুন বছর, ছেঁড়া পালে নতুন হাওয়া
লাগানো,
স্তব্ধ বিষাদে না-হয় অন্তপুর জলে ভাসানো,
কারো জীবনের শেষ প্রহরে নতুনের উপর
মায়া জড়ানো,
নতুন বছর নতুন আবেগ, নতুনের
ভালোবাসা মাখানো!

নতুন বছর, গোধূলির আলো নামে নগরে-
নগরপালের শেষের কবিতা এ নগরীর পথে
প্রান্তরে,
স্পৃষ্টতা নিয়ে শেষমেশ যদি প্রেম পুকুরে;
ভালোবাসা বাঁধা আছে এ বছরে!

নতুন বছর, বাজিমাতপুরে উৎসব করে
দেখা,
স্মৃতির পাতায় কত রমা দেবী
তাদের কথাই লেখা,
বিকাশের চাকা ঘোরে যদি কারোর সেটাকে
দেখেই শেখা,
নতুন বছর, প্রেমিক পুরুষ আজন্ম
প্রেমে বাঁকা!

নতুন বছর, পুরোনো স্কুটি,
হাতে নিয়ে চাবি জোড়া,
মুখ্যমন্ত্রী আবেগের বশে নিলেন
গোলাপ তোড়া,
তাদের ভাষা কঠিন, দগদগে - আনকোরা
আর নতুন বছর সুধীরাম বাবু
সিগারেটে ঠোঁট পোঁড়া!

নতুন বছর, শেষের সকাল
গরম ভালোবাসা,
ঢাকা শহরে 'রোরু' ভাড়া হয়;
ভাড়া হয় না বাসা,
সফেদ দেয়ালে প্রবেশ নিষেধ!
লেখা আছে ভাসাভাসা -
ফুটপাতে বসে তরুণী এখনো ছাড়েনি
প্রেমের আশা!

নতুন বছর রসায়ন বই সঞ্জিত কুমার গুহ
রাসায়নিক প্রেম বুকে আগুন
আর মস্তিষ্কে প্রবাহ!

নতুন বছর, নতুনের সব
আক্রোশে থেকে যাও,
এবেলা না-হয় আমি শোনালাম,
তারপর তুমি শোনাও!

নতুন এসেছে নতুন নিয়ে,
সাথে নিয়ে নতুন আশা,
এবছরের বেকার নাবিকের
ভালোবাসা ও ভালোবাসা!

বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের পালকীয় সম্মেলন- ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

এডওয়ার্ড সুমন হালদার □ গত ১৬-১৮ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল, কাথলিক ডাইওসিসের পালকীয় সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়। "স্থানীয় মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকাজে আমরা সকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক" এই মূলসুরের আলোকে ২দিন ব্যাপি ৮ম পালকীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ডাইওসিসের সকল ধর্মপল্লী ও কোয়াজী ধর্মপল্লী থেকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ডাইওসিসের কর্মী সহ মোট ১১৩ জন উপস্থিত ছিলেন। এতে ডাইওসিসের ধর্মপাল, ১৪ জন ফাদার, ২৪ জন সিস্টার, ১০ জন কাটিখিস্ট এবং ৬৪ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি পিএসটি পরিচালক ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার, প্রধান অতিথী বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও, বিশেষ অতিথি ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস গোমেজ ও কারিতাস বরিশালের আঞ্চলিক পরিচালক ফ্রান্সিস বেপারী উপস্থিত ছিলেন।

মূলসুরের আলোকে বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও গান রচনা করেন। ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ সুর প্রদান করেন। ফাদার জেরম রিংকু গোমেজের নেতৃত্বে এলএইচসি সিস্টার প্রার্থীদের নিয়ে গান পরিবেশন করেন।

বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও তার বক্তব্যের শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, পৃথিবী ও আমাদের বাংলাদেশ বর্তমানে অশান্ত ও অস্থির পরিবেশের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব কি? করণীয় কি? এই অশান্ত পরিবেশে আমরা কি করতে পারি? এখানে ডাইওসিসের জন্য কি চিন্তা তা ধর্মপাল সহভাগিতা করেন।

"স্থানীয় মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকাজে আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক" এই মূলসুরের আলোকে পালকীয় পত্র সহভাগিতা করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও এর খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে পালকীয় সম্মেলন সমাপ্ত হয়॥

বরিশালে ৩৮তম ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস - ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

গত ২-৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ৩৮তম ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস অনুষ্ঠিত হয়।"

Rejoicing in Hope", "আশায় আনন্দিত হও" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে ৩দিন ব্যাপী ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র পরিত্রাতার ধর্মপল্লী, বানিয়ারচর, ধর্মপল্লীতে। বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ৭টি ধর্মপল্লী ও ২টি উপ-ধর্মপল্লী থেকে ফাদারগণ, সিস্টারগণ, এনিমেটরগণ এবং যুবক-যুবতীসহ মোট ১৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

২ ডিসেম্বর প্রথম দিনে স্থানীয় ধর্মপল্লীর যুবাদের অভ্যার্থনায় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লীর যুবাগণ ও অতিথীদের বরণ করে নেওয়া হয়। দিনের শুরুতে শোভাযাত্রা করে ক্রুশ স্থাপন করা এবং ক্রুশে আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে যুব দিবসের যাত্রা শুরু হয়। সন্ধ্যায় পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করা হয়। পরিচালনায় ছিল হলিক্রস ফ্যামিলি রোজারী মিনিস্ট্রিজ, বাংলাদেশ। স্থানীয় বানিয়াচর ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীগণ বিশেষ অতিথী ও সকল যুবাদের বরণ করেন তাদের স্থানীয় কৃষ্টির মধ্যদিয়ে। বরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর প্যারিশ কাউন্সিলের ব্যক্তিবর্গ।

৩ ডিসেম্বর রবিবাসরীয় উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও। খ্রিস্টযাগের পরেই যুব র‍্যালী করা হয়। যুব র‍্যালীর পরেই জাতীয় পতাকা ও যুব পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে

জাতীয় সঙ্গীত গান গাওয়া হয়। ৩৮তম ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবসের লগো ও জাতীয় যুব কমিশনের ২৫তম রজত জয়ন্তীর লগো উন্মোচন করা হয়। ৩৮তম ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবসে ছিল; জীবন অভিজ্ঞতা সহভাগিতা, দলীয় আলোচনা, যুব উৎসব, সৃষ্টিশীল উপাসনা, রোজারী মালা, পবিত্র ক্রুশের আরাধনা। রিসোর্স পার্সনদের পাশা-পাশি জাতীয় যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি এর উপস্থিতি এবং ২৫ বছরের রজত জয়ন্তীর কেক কাটা যুব দিবসে যুবাদের উৎসাহ ও প্রাণবন্ত করেছে। তিনি তার জীবনের বাণী সহভাগিতার মধ্যদিয়ে যুবদের আরো উৎসাহ প্রদান করেন। "স্থানীয় মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকাজে আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক" এর উপর সহভাগিতা করেন বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও। বর্তমান যুব বাস্তবতায় যুবাদের জীবন চলার পথের সহায়কের ভূমিকা নিয়ে সহভাগিতা করেন (ইয়ুথ কাউন্সিলিং) ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল, যুব সমন্বয়কারী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ।

বিকালের অধিবেশনে ধর্মপল্লী ভিত্তিক দলীয় আলোচনা ছিল। ধর্মপল্লীর কার্যক্রম গুলো তারা তুলে ধরেন ও ধর্মপল্লীর কাজে যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ৩৮তম ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবসের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন যুব সমন্বয়কারী ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ॥

সালেসিয়ান সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেট সম্প্রদায়ে হীরক, রজত-জয়ন্তী ও চিরব্রতগ্রহণ অনুষ্ঠান

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই □ গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে সালেসিয়ান সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেট সম্প্রদায় সিস্টার রদে ক্লোডি এসএসএমআই ৬০ বছরের হীরক জয়ন্তী, ৬ জন ভগ্নি ২৫ বছরের রজত-জয়ন্তী এবং ৬ জন ভগ্নির চিরব্রতগ্রহণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সিস্টার রদে ক্লোডি দীর্ঘ ৬০ টি বছর ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসায় এখনো সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং অন্যান্য ভগ্নিগণও সুন্দর সেবা কাজ করে যাচ্ছেন। আগের দিন ৯ জন ভগ্নি ব্রত নবায়ন করেন এবং মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

৮ ডিসেম্বর সকালে পবিত্র ঘন্টার মধ্যদিয়ে ১৩ জন ভগ্নির মঙ্গলার্থে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে ১৩ জন ভগ্নির সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও সিএসসি। তিনি দিনটির তাৎপর্যের উপর সুন্দর এবং অর্থপূর্ণ বাণী রাখেন ও সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। খ্রিস্টযাগ পর কমিউনিটি সেন্টারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার শিমন হাচ্ছা, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার ঝলক দেশাই পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, প্রভিন্সিয়াল সিস্টার মেরী জসিন্তা ম্রং এসএসএমআই। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্যদিয়ে অতিথিদের এবং জুবিলী উদ্‌যাপনকারীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং এসময় মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়কে ফুলের তোড়া ও চাদর পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মানপত্র পাঠ, ম্যাগাজিন উন্মোচন, সিস্টারদের উদ্দেশে বিশেষ কার্ড বিতরনসহ অন্যান্য মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রভিন্সিয়াল সিস্টার মেরী জসিন্তা ম্রং এসএসএমআই সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সালেসিয়ান পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে মহতী অনুষ্ঠানে সহভাগী হয়ে ওঠার জন্য। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

বড়দিনের পুনর্মিলনী

মেলেক্স এলেক্স ডায়েস □ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সাহেবগঞ্জ খ্রিস্টান ইয়ুথ অর্গানইজেশন (SCYO) এর আয়োজনে এবং সাহেবগঞ্জ সাধু যোসেফ উপধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণে "শিশু যিশুকে গ্রহণ করি, একতার সাথে পথ চলি" এই মূলসুরের আলোকে বড়দিন পুণর্মিলনী উৎসব ২০২৩ উদ্‌যাপিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠন, বড়দিনের অনুভূতি সহভঅগিতা, আলোচনা অনুষ্ঠান, লারী ড্র এবং পুরস্কার বিতরণ। সকল কার্যক্রম শেষে উপস্থিত সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। মূলসুরের সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচকগণ সকল খ্রিস্টভক্তকে একত্রিত হয়ে একতার সাথে জীবন যাপনের আহ্বান জানান। তারা বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ এবং গ্রুপিং থেকে বেরিয়ে এসে, একসাথে, একমত হয়ে খ্রিস্ট সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর এতে করেই মণ্ডলীতে একতার বন্ধন সুদৃঢ় হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষীপুর এবং সাহেবগঞ্জ সাধু যোসেফের উপধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জেরম ডি' রোজারিও। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহেবগঞ্জ খ্রিস্টান ইয়ুথ অর্গানইজেশন (SCYO) এর প্রেসিডেন্ট মিলেক্স এলেক্স ডায়েস, ভইস-প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডি সিলভা, সেক্রেটারি রিগ্যান ডি সিলভা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সাহেবগঞ্জ সাধু যোসেফের গির্জার সেক্রেটারি যোসেফ ডি সিলভা। অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর সাহেবগঞ্জ খ্রিস্টান ইয়ুথ অরগানাইজেশান (SCYO) এর পক্ষ থেকে লক্ষপুর ও সাহেবগঞ্জ এ ৫০জন শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র ও ১৫ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়॥

কারিতাস বাংলাদেশের নবনিযুক্ত পরিচালক-কর্মসূচির দায়িত্ব গ্রহণ

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক কাথলিক বিশপগণের সামাজিক সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশের নবনিযুক্ত পরিচালক-কর্মসূচির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন দাউদ জীবন দাশ। ১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ ও কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও। তিনি ও আর্চবিশপ মহোদয় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট হস্তান্তরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক-কর্মসূচির দায়িত্ব তুলে দেন দাউদ জীবন দাশের হাতে। দাউদ জীবন দাশ প্রয়াত পরিচালক (কর্মসূচি) সুক্রেশ জর্জ কস্তার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

দায়িত্বগ্রহণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) রিমি সুবাস দাশ, কোর-দি জুট ওয়ার্কস্ এর পরিচালক শিশির আঞ্জেলো রোজারিও, কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক সৌরভ রোজারিও, কারিতাস খুলনা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক আলবিনো নাথ, কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস, সিডিআই ও সিএইচ-এনএফপি'র কর্মকর্তা ও কর্মীগণ এবং দাউদ জীবন দাশের পরিবারবর্গ।

অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ বিজন এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই দাউদ জীবন দাশকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী আপনার ওপর আস্থা রেখে আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছে যেন দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি কারিতাসের যে দায়িত্ব রয়েছে, সেই দায়িত্ব যেন সঠিকভাবে পালন করা হয়।'

কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও নবনিযুক্ত পরিচালক-কর্মসূচিকে সহযোগিতা করার জন সকলকে আহ্বান জানান।

দাউজ জীবন দাশ তার নতুন দায়িত্বকে ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বান হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন কারিতাসের অনেক সম্পদ ও সামর্থ রয়েছে, এগুলো যদি সদ্ব্যবহার করা যায়, তাহলে অবশ্যই আমরা একটি ইতিবাচক ধারায় পরিবর্তিত হতে পারবো।'

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রিমি সুবাস দাশ, শিশির আঞ্জেলো রোজারিও, সৌরভ রোজারিও, আলবিনো নাথ, কমল গান্ধাই, শিবা মেরী ডি' রোজারিও ও দাউদ জীবন দাশের সহধর্মিনী রেবেকা রত্ন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অনিতা মার্গারেট রোজারিও॥

শিক্ষক সেমিনার

ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরীফিকেশন "শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ৪ জানুয়ারি, ২০২৪, রোজ শনিবার হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী ও মুক্তিদাতা হাই স্কুলের যৌথ আয়োজনে রাজশাহী শহরে অবস্থিত দুটি স্কুলের কর্মরত প্রায় ৩৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে সারা দিন শিক্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের শুরুতেই আসন গ্রহণ করেন প্রধান অতিথি ও সেমিনারের প্রধান বক্তা ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ও আহ্বায়ক ব্রাদার প্লাসিড রিবেরু সিএসসি, অধ্যক্ষ, হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ রাজশাহী ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। উদ্বোধনী সংগীত ও ফুলের তোড়া প্রদানের মাধ্যমে অতিথিসহ সকলকে বরণ করে নেওয়া হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে আহ্বায়ক সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং পাশাপাশি উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। এরপর ২০২৪ শিক্ষা বর্ষ, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের মঙ্গল কামনায় প্রধান অতিথি, আহ্বায়ক ও শিক্ষকদের পক্ষে একজন শিক্ষক মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করেন।

প্রদীপ প্রজ্বলনের পরপর ফাদার প্যাট্রিক গমেজ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য শ্রেণী কক্ষে সম্প্রীতি বজায় রেখে, সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি ভঙ্গি রেখে পাঠদান করা। এছাড়া সুশিক্ষায় সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা পালন করতে পারে।

ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, নতুন কারিকুলাম এবং হলিক্রসের শিক্ষা দর্শন সহভাগিতা করেন। তিনিও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দকে আরো সক্রিয় ও প্রাণবন্ত ভাবে শিক্ষা-সেবার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন।

পরিশেষে আহ্বায়ক ফাদার প্যাট্রিক গমেজসহ সকলকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

শোলপুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে "মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১৩ ডিসেম্বর রোজ বুধবার শোলপুর ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া। উপদেশে ফাদার শিশুদের দয়ার কাজ ও ত্যাগস্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করেন।" খ্রিস্টযাগের পর অত্র ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার লিন্টু কস্তা ও ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অতঃপর শিশুরা ও এনিমেটরগণ আনন্দ র‍্যালি করে। টিফিন বিরতির পর সিস্টার মেরী তৃষিতা মূলসুরের

উপর সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এরপর শিশুরা এনিমেটরদের সহযোগিতায় বাইবেলভিত্তিক অভিনয় এবং বড়দিনের ক্যারল পরিবেশন করে। অভিনয়ের পর এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাইবেল কুইজের পর এনিমেটরদের পরিচালনায় শিশুদের নিয়ে একশন সং করা হয় এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া কর্তৃক সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ১৬০ জন শিশু, ৪০ জন এনিমেটর,২জন সিস্টার এবং ২জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

লক্ষ্মীবাজার কাথলিক টিচার্স টিমের বিশেষ প্রার্থনা ও বড়দিনের আনন্দ সহভাগিতা অনুষ্ঠান

রিন্টু গমেজ ◻ গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকার লক্ষ্মীবাজার পবিত্র ক্রুশের ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো লক্ষ্মীবাজার কাথলিক টিচার্স টিমের বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল পবিত্র আরাধনা। পবিত্র আরাধনা পরিচালনা করেন সিস্টার মাগ্রেট গমেজ আরএনডিএম।

পবিত্র আরাধনার পর শিক্ষিকা জুলিয়ানা শেফালী গমেজের উদ্বোধনী বক্তব্য ও ফাদার ডনেল স্টিফেন ক্রুশ সিএসসি, সিস্টার মাগ্রেট গমেজ আরএনডিএম, সিস্টার নীলু মৃ আরএনডিএম, ব্রাদার শৈলেন জাখারিয়াস রোজারিও সিএসসি এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন জুলি গমেজ ও তুহীন মণ্ডল। লক্ষ্মীবাজার কাথলিক টিচার্স টিম কর্তৃক এই ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে টেকশই সম্পর্ক বৃদ্ধিতে ও প্রতিভা বিকাশে সহয়তা করবে সবাই আশাবাদী। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ৫ জন সিস্টার, ১ জন ব্রাদার ও ২ জন ফাদার উপস্থিত ছিল। আহ্বায়ক রিন্টু গমেজের ধন্যবাদ বক্তব্য ও রাতের আহার গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি হয়॥

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর এই রম্যদেশে তুমি আছ

ডানিয়েল কোড়াইয়া

জন্ম: ৩১ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৩ জানুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

বিশিষ্ট সমবায়ী ও সমাজসেবক
প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়ার
আত্মার চির শান্তি কামনায় শোকাহত পরিবার

স্ত্রী: মল্লিকা কোড়াইয়া
ছেলে-ছেলে বৌ: শুভ্র-শিউলি, নোয়েল-মৌ, যোয়েল-মিতা।
নাতি-নাতনী: সৌম্য, সৌগত, রূপকথা, রংধনু, মুগ্ধ ও মহার্ঘ্য।
নীড়-২৪ ডানিয়েল কোড়াইয়া ভবন,
৩৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ/০৮/২৪

Ref. # FCJYF/Secretary/2024/01/01 Date: January09, 2023

JOB OPPORTUNITY

Fr. Charles J. Young Foundation is looking for an energetic, self-motivatedand visionary Executive Directorto supervise the regularactivities and operations of the foundation.

Fr. Charles J. Young Foundation: The Father Charles J. Young Foundation stands as a noble testament to philanthropy and social development. Established in August 17, 2019, with registration numbers RJSC S-13463/2020 and NGOAB 3382/ 18-10-2023, the foundation is a non-political, non-profit charitable organization founded in honor of Father Charles J. Young, the visionary behind Dhaka Credit.

Name of the position: Executive Director

Duty Station: Foundation office with frequent travel to the working fields.

Key Job Responsibilities:

- Grants Management and fund collection.
- Project designing, fundraising.
- Familiar with liaising and managing donors.
- keeping constant communication & professional relationship with donors.
- Preparing concept notes and proposals and submission to the resection donors.
- Identifying potentialdonors, managing and hunting new source of fund locally and internationally.
- In depth knowledge on donors' market and expertise to explore respective websites.
- Knowledge about NGOB, FD6 reporting.
- Acquaintance about donor fund management and compliance.
- Develop, update and ensure implementation of policies and practicesall activities of a program.
- Planning, coordinating, scheduling program work, oversee daily operations, coordinate and leading the activities of a program.
- Communicate with clients to identify their needs and define project requirements, scope and objectives.
- Adhere to budget and financial management by monitoring expenses, tracking expenditures.
- Supervise and lead project activities and leadof human resources to keep workflow on track.
- Prepare and Organize reporting, plan meetings and provide updates to the management.
- Manage communications through media relations, social media etc.
- Evaluate potential problems and technical difficulties and develop solutions to mitigate.
- Help build positive relations within the team and external stakeholders.

Educational Requirements

- Masters in Social Science, Development Studies or related field from any reputed university.

Experience Requirements

- Minimum 15 years working experience with Local or International NGOs.
- At least 05 years' experience in Managerial roles in Grants management, Proposal development and fund assortment.
- Well versed Knowledgeable on rules and regulations of Company aswell as NGO
- Interpersonal skills, including excellent written and verbal communication.
- Ability to prioritize work in an environment with multiple and conflicting interests.
- Excellent proficiency in MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point
- Excellent teamwork, directing, leading, coordination & proactive attitude.
- Ability to handle complex and confidential information
- Should be independently motivated and schedule-driven with a proven history of successful leadership.
- Flexible and mature approach with ability to work unsupervised.

Salary: Negotiable

Time of Deployment: Immediate

Employment Status: Full-time

Compensation & Other Benefits: As per policyof Fr. Charles J. Young Foundation

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter, experience certificate, academic certificate and send to the following address **by 31stJanuary, 2024** within **06:30 PM.**

The position applied for should be written on the top right corner of the envelope

Secretary – Fr. Charles J. Young Foundation
C/O The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2, **or e-mail all required documents to cv@cccul.com**

বিজ্ঞ/০১/২৪

চির বিদায়ের দ্বাদশ বছর

দেখতে-দেখতে বারটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছো পরম পিতার অনন্তধামে। তোমার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান। তোমার আদর মাখানো কণ্ঠস্বর, তোমার মুখের অকৃত্রিম হাসি, তোমার অসীম স্নেহ-ভালবাসার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতিনিয়ত। স্বর্গধাম থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ জীবনে ধারণ করে সুখী হতে পারি এবং অন্যদেরও সুখী করতে পারি।

তোমার স্নেহধন্য
পরিবারবর্গ

কোড়ায়ার বাড়ি, পুরান তুইতাল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

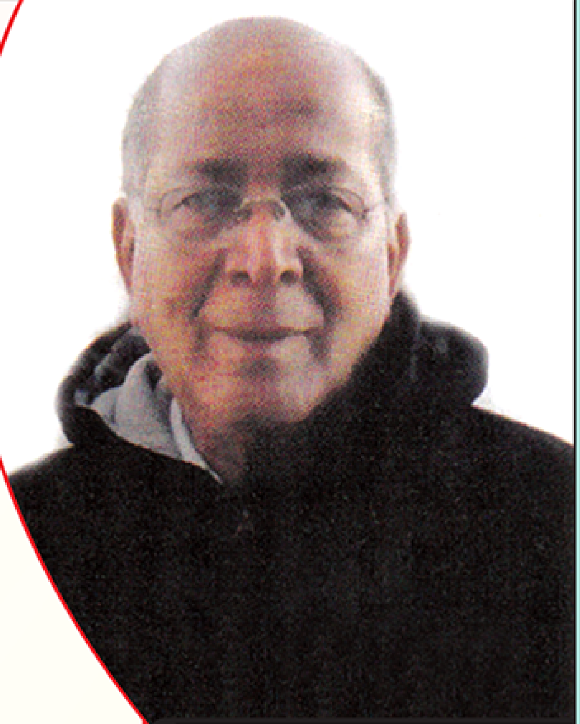

প্রয়াত ডানিয়েল কোড়ায়া
জন্ম: ২২ জানুয়ারি, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/০৪/২০২৪

তোমরা স্মৃতিতে অম্লান

পরলোকে - স্বর্গধামে প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা
জন্ম : ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা (কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা) মাউছাইদ মিশনের হারবাইদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর রাত ১:১০ মিনিটে (২৭ ডিসেম্বর) কানাডার টরেন্টো-র "স্কারবোরো গ্রেস" হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি যৌবনে ১৯ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সরকারী চাকরী করেন ও পরবর্তীতে ১৯ বছর মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইনে বড় কোম্পানিতে চাকুরী করেন। তিনি একজন দক্ষ হেভী ক্রেন অপারেটর ছিলেন। দীর্ঘ ৩৮ বছর চাকুরী জীবন শেষে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক। সব ছেলে-মেয়েদের সঠিকভাবে লেখাপড়া ও বিয়েশাদী দেওয়ার পর, সব দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বস্ত্রীক কানাডায় বড় ছেলের পরিবারের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

অত্যন্ত মৃদুভাষী, সদালাপী, দয়ালু, সৎ মানুষ হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি এক বর্ণাঢ্যময় জীবনের অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। গত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তার মেঝো পুত্র ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার Phd-র পাবলিক ডিফেন্স অনুষ্ঠানে স্বস্ত্রীক রোম যান। সে সময় তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে যান। তাছাড়া রোম, ভাতিকান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও বলোনিয়া ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রার্থনায় তার ছিল অগাধ বিশ্বাস।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান ২ ভাই, ২ বোন, বিধবা স্ত্রী, ৩ পুত্র, ৩ কন্যা, ১১ জন নাতি-নাতনী ও ১ নাতবৌ। দেশ-বিদেশে তার রয়েছে অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। তিনি প্রয়াত ফাদার ইগ্নাসিয়াস কমল ডি'কস্তার বড় ভাই ও বর্তমান তুলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার বাবা। ঈশ্বর তাকে ঐশজীবন দান করুন।

তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যারা যেভাবে দেশ-বিদেশে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষতঃ ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও গ্রামবাসী সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে ও কৃতজ্ঞতায় —

বড় ছেলে : লিও ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
বড় মেয়ে : লিলি ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
মেঝো মেয়ে : লিপি ডি'কস্তা ও পরিবার (লক্ষীবাজার)
মেঝো ছেলে : ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা (তুলপুর ধর্মপল্লী)
ছোট মেয়ে : লাকী ডি'কস্তা ও পরিবার (মনিপুরীপাড়া)
ছোট ছেলে : লিটন ডি'কস্তা ও পরিবার (লন্ডন প্রবাসী)

বিজ্ঞ/০৩/২০২৪

প্রয়াত আগ্নেশ ডি'কস্তা
জন্ম: ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
হারবাইদ, গাজীপুর।

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার সাজানো সংসার, সন্তান, পরিজন অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে।

আমাদের মা আগ্নেশ ডি'কস্তা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ এপ্রিল তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বান্দাখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত পেদ্রু কস্তা ও মাতা আনেতা ছেড়াও। তারা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন। হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি মাত্র ১৪ বছর ৭ মাস বয়সে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মাউছাইদ ধর্মপল্লীর হারবাইদ গ্রামে যোসেফ ডি'কস্তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিন ছেলে ও তিন কন্যা অর্থাৎ ছয় সন্তানের জননী। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বামীসহ কানাডার টরেন্টোতে স্থায়ী নাগরিক হিসেবে সন্তানদের কাছে থাকতেন।

মা গত ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বেড়াতে এসে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ মেডিক্যাল হাসপাতালে আইসিইউতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার স্বামীসহ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করেছেন।

আমার মায়ের দু'টি অমূল্য উপদেশ -

** এমন কোন কাজ করবে না, যার দ্বারা পিতা-মাতার অসম্মান হবে।*
** যে কোন বিপদে-আপদে মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করবে।*

স্বামীর চাকুরির সুবাদে ১৪ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে বাস করেছেন। পরবর্তীতে ঢাকায় এবং শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ্য সন্তানদ্বয়ের কাছে কানাডার টরেন্টোতে বসবাস করেছেন। তিনি ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ডের নানা স্থানে, ইটালির রোম, বলোনিয়া, পাদুয়া, কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিয়েলসহ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। অত্যন্ত প্রার্থনাপূর্ণ জীবন ছিল তার।

তিনি নিজ মিশনের ও গ্রামের আজীবন কুমারী মারীয়ার সেনাসংঘের একজন ভগ্নি ছিলেন। যেখানেই যেতেন সেখানেই ঈশ্বরের বাণী প্রচারে তার চেষ্টা অব্যাহত ছিল এবং পরিবারে সান্ধ্যকালীন মালাপ্রার্থনা করতে সকলকে উৎসাহিত করতেন। অত্যন্ত গুণী, সুন্দরী এই সফল মা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ৭৭ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরই ইচ্ছানুসারে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে স্বামীর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ঈশ্বর তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 01
Regd. No. DA-33
❖ 14 - 20 January, 2024, ৩০ পৌষ - ৬ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত রূপালী রুথ রোজারিও

জন্ম: ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

দিদি, দেখতে দেখতে তিন তিনটি বছর পার হয়ে গেলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার আদরের ভাই বোন, ভাতিজা ভাতিজি, ভাগিনা, ভাগিনী, নাতী নাতনীদের রেখে চলে গেছো চির নিদ্রায় পরপারে স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের কাছে। দিদি, কত শত কথা, আর কতশত হৃদয়ের ভালবাসা, দিয়েছো মোদের, আজ মনে করি তোমাকে প্রতি স্মৃতিক্ষণে। আজ আমাদের কি ভীষণ শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্ত কাঁদায়। দিদি মাকে, তোমাকে কত যে মিস করি, সেই সুখের দিনটি যিশু আমাকে তোমাদের সেবা দেবার সুযোগ দেয়নি। এটাই আমার অপূর্ণতা থেকে গেলো। সেটা আমি কি করে তোমাদের বুঝাবো। তুমি ক্ষমা করে দিও মোদের। তুমি স্বর্গে থেকে আমাদের প্রার্থনা আর আশীর্বাদ করো এবং স্বর্গে থেকে আমাদের সঙ্গে থেকো এবং প্রতি মুহূর্ত আমাদের পরিচালিত করো। আমরা যেন তোমার আদর্শ হৃদয়ে লালন করে চলতে পারি। যিশুর কাছে প্রার্থনা করি যিশু যেন তোমাকে স্বর্গে চিরশান্তি দান করেন। খ্রিস্টেতে সকল ভাই ও বোন এবং খ্রিস্টীয় পরিবারের নিকট আমার বড় বোনের জন্যে প্রার্থনা চাই। পিতা ঈশ্বর যেন তার আত্মার স্বর্গে চির শান্তি দান করেন।

সঞ্জয় স্টেনলী রোজারিও (ছোট ভাই)
হেলেন রেবেকা রোজারিও (ভাইয়ের বৌ)
শ্যারেল এবং শারলিন রোজারিও (বড় এবং ছোট ভাতিজী)
- পরিবারবর্গ
New York, USA.

বিজ্ঞ-০১/২০২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org